

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে মালগাড়ির ধাক্কা মৃত ৯, আহত ৫০-এর বেশি • মালগাড়ির চালকের গাফিলতিতেই দুর্ঘটনা!

দুরন্ত বার্তা, নিউ জলপাইগুড়ি, ১৭ জুনঃ ২০২৩ সালের ২ জুন। ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানগায় করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার কথা এখনও স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। সেই দুর্ঘটনার পর একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে বিস্তার আলোচনা চলে। তদন্ত করে সিরিআইও। উঠে আসে রেলকর্মীর গাফিলতি এবং সিগন্যাল বিভ্রাটের কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক এক বছর পর আবারও একই রকম দুর্ঘটনা ঘটল। এ বার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। সেই একই প্রশ্ন আবারও মাথাচাড়া দিল। কী ভাবে ঘটল এত বড় দুর্ঘটনা? যান্ত্রিক গোলযোগ না কি সিগন্যাল বিভ্রাট? না কি আবারও গাফিলতিই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কারণ? সোমবার সকালে মুম্বইথেকে বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। তার মাঝেই ঘটল এই দুর্ঘটনা। আগরতলা থেকে শিয়ালদহের দিকে আসছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। সিগন্যাল লাল থাকায় নীচবাড়ি এবং রাঙাপানি স্টেশনের মাঝে দাঁড়িয়েছিল ট্রেনটি। তখন সেই লাইনেই এসে পড়ে একটি মালগাড়ি। সজোরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে ধাক্কা মারে সেটি। খেলনাগাড়ির মতো মালগাড়ির রেল উঠে পড়ে এক্সপ্রেসের পিছনের একাধিক বগি। লাইনুত হয় মালগাড়িও। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল? রেলের প্রাথমিক অনুমান, লাল সিগন্যাল দেখতে পাননি মালগাড়ির চালক। সেই কারণেই একই লাইনে এসে যায় সেটি। সাধারণত যে লাইনে এক্সপ্রেস ট্রেন চলে, সেই লাইনে মালগাড়ি চালানো হয় না। মালগাড়িকে দাঁড় করিয়ে পাস করানো হয় এক্সপ্রেস। এ ক্ষেত্রে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনেই ছিল মালগাড়িটি। একই লাইনেই দু'টি ট্রেন পাস করানোর পরিকল্পনা ছিল রেলের।

তবে আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিয়ে তার পর মালগাড়িকে পাস করানোর কথা। সেই কারণেই মালগাড়িকে লাল সিগন্যাল ইঞ্জিনে স্মরণক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। ইঞ্জিনের সামনে নির্দিষ্ট কোনও দূরত্বে যদি কোনও ট্রেন বা অন্য কিছু থাকে, তবে স্মরণক্রিয় ভাবেই ওই ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়বে। একে

চোয়ারম্যান জানিয়েছেন, “মালগাড়ির চালক গাড়ি থামাননি। পেছনের গাড়ির থামার পরে দেখলাম এসএ আর এস ও সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হচ্ছে পেছনের

আচমকই বিরাট ঝটকা। আমাদের কামরা কিছুটা পেছনের দিকে ছিল। এরপর ট্রেন থামার পরে দেখলাম এসএ আর এস ও আলাদা হয়ে গিয়েছে। তার পেছনের

যাত্রী বলেন, “আমি এনজিপি থেকে মালদা যাচ্ছিলাম। পেছনের দিক থেকে ও নম্বর কামরায় ছিলাম। এরপর আচমকই ঝাঁকুনি। প্রায় ৪০ সেকেন্ড ধরে ঝাঁকুনি।

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকারী টিম দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস কোন ছিল না বুঝতে পারি না। তিনি বুলেট ট্রেন করছেন। আর তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিভাইস নিয়ে কাজ করছেন। কোনও সময়ই ঘটনার দায় ওরা নিতে চায় না। আমাদের কাছে যে ইনপুট রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৫জনের মৃত্যু হয়েছে।” দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিজা বলেন, “উদ্ধারকাজ কেমন চলছে সেটা পরিচালনার জন্য এসেছে। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও সকলে কাজ করছেন। আমাদের অনুরোধ সকলে যেন একজয়গায় থেকে এই কাজ করে যান।” এদিকে সূত্রের খবর, মালগাড়ির যে গার্ড ও চালক ছিলেন তাঁরা দুজনেই শিলিগুড়ির। কিন্তু কেন তাঁরা সামনের ট্রেন থাকা সত্ত্বেও মালগাড়িটা চলিয়ে দিলেন সেই প্রশ্নটা উঠছে। সব মিলিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা কার্যত ফের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল রেলের সুরক্ষাকে। সরকারি সূত্রে কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আপাতত ৯। তবে সেটা আরও বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে এই মুহূর্তে চিকিৎসাসাধীন রয়েছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আহত যাত্রীরা। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটই ৫৪ জনকে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। উত্তরবঙ্গের একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসাসাধীন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের আরও মরনো এই প্রেক্ষিতেই হাসপাতালে কতটা রক্ত মজুত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হয়। তারপরেই পর্যাপ্ত রক্ত মজুত রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যবন।



অবিলম্বে রাজভবন থেকে পুলিশকে সরাতে নির্দেশ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ রাজভবন থেকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হোক কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা। আজ, সোমবার কলকাতা পুলিশের কর্তাদের রাজভবন খালি করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে এক অফিসার সূত্রে খবর। রাজভবনের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশের আর প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়েছে। এমনকী রাজভবন চত্বর থেকে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সরানোর নির্দেশ দিয়ে নবাবে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস বলে সূত্রের খবর। রাজভবনের উত্তর দিকের গেটে যে পুলিশ আউটপোস্ট আছে সেটা খালি করতে বলা হয়েছে। গতকাল রাজভবনে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভোট বিপর্যয় হিংসার আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। তখনই রাজ্যপাল সচিব স্তম্ভে জানিয়ে দেন, এখানে পুলিশমুদ্রার প্রবেশ নেই। আর এবার রাজভবনের উত্তর দিকের গেটে থাকা পুলিশ আউটপোস্ট খালি করে সেখানে ‘জন মঞ্চ’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্যপাল। সে কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। ‘দু’দিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নিজে একজলপে প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস গৃহবন্দী কি না। তারপরেই রাজ্যপাল নবাবে চিঠি দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এবার সংবাদসংস্থা পিটিআইকে রাজভবনের এক অফিসার বলেন, ‘রাজভবনে থাকা অফিসার ইনচার্জ থেকে শুরু করে কলকাতা পুলিশকে জায়গা খালি করতে বলা হয়েছে।’ এই জন মঞ্চ করে রাজ্যপাল বাংলার মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। সেই মতো কাজ করবেন। তাই রাজভবনের উত্তর গেটের থেকে কলকাতা পুলিশের আউটপোস্ট এবং ভিতরে থাকা পুলিশ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজভবন সূত্রে খবর, নবাবে পাঠানো রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস চিঠিতে লিখেছেন, রাজভবন চত্বরে কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তায় তিনি মাটেই সুরক্ষিত বোধ করছেন না। তাই অবিলম্বে রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক।

কাঞ্চনজঙ্ঘা-বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা



দুরন্ত বার্তা, নিউ জলপাইগুড়ি, ১৭ জুনঃ শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে মালগাড়ির ধাক্কা। এখনও পর্যন্ত ৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। আহত বহু। কেন্দ্রের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হল। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ও আহতদের ২.৫ লক্ষ টাকা ও অল্প আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। পাশাপাশি পিএম ফান্ড থেকেও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর ফান্ড থেকে। বাংলায় রেল দুর্ঘটনায় নিয়ে শোকসন্তক প্রধানমন্ত্রী। স্বজনহারাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক হাতেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুর্ঘটনাগুলো যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, মালগাড়ির লোকো পাইলট, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ডের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ৯টি মৃতদেহ আনা হয়েছে। রেল দুর্ঘটনায় আরও মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাসাধীন ৫০। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ২০ জন চিকিৎসাসাধীন। এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ডে ১০ জন চিকিৎসাসাধীন। উত্তরবঙ্গের একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসাসাধীন রয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বহু আহত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালের কতটা রক্ত মজুত? পর্যাপ্ত রক্ত মজুত রাখার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্যবন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে এই মুহূর্তে দুর্ঘটনা কবলিত বহু আহত চিকিৎসাসাধীন। চিকিৎসক, ডাক্তারি পড়ুয়া, স্বাস্থ্যকর্মীরা সকলেই রক্ত দিতে প্রস্তুত। কোনওভাবেই রক্তের সঙ্কট হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ অপেক্ষার আর চার দিন। তার পরেই দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে বর্ষা। এমনটাই জানাল অলিম্পিক আবহাওয়া দফতর। সোমবার বিকেলের আপডেট অনুযায়ী, বিহার থেকে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে অক্ষরেখা এবং দখিণা বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়াবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজ কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। গরম এবং আর্দ্রতাজনিত অসুস্থির রয়েছে দিনের। তবে আজ রাতের দিকে স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। কাল, মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। বৃষ্টি ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝড়ের পরিসমা বাড়বে। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বেশিরভাগ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে আজ তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি ছিল, তবে কাল থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টায় বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বলা যেতে পারে, মঙ্গলবার থেকেই প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। আকাশ মেঘলা থাকবে, ‘ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেইড রেইন’-এর

দক্ষিণবঙ্গে ঢুকছে বর্ষা, দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আবহাওয়া দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। এদিকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলছেই, সে দুর্ভোগ আরও বাড়বে।



সিফিও-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবল বৃষ্টির প্রভাব পড়বে। পার্বত্য ও সংলগ্ন জেলাগুলোতেও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে আরও চার-পাঁচ দিন। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, অলিম্পিকদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি চলবে, সঙ্গে দমকা বাতাসের পূর্বাভাস। কয়েক জায়গায় ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাব পড়বে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে। নদীগুলির জলস্তর অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে, কমে যেতে পারে দূশমানতা। ট্রাফিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে পারে, বাহ্যত হতে পারে যানবাহন চলাচল। নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হতে পারে। শস্যের ক্ষতি হতে পারে। কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রামনগর আসনে বিজেপি এগিয়ে আছে। মুর্শিদাবাদের বড়এলা, জঙ্গিপুত্র ও সন্দেখখালিতেও এগিয়ে বিজেপি। এখানেই শেষ নয়, কলকাতা উত্তর, যাদবপুরের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাটিতে ভোট বেড়েছে বিজেপি। আসন মেলেনি। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “সবমিলিয়ে আমরা ভাল ফল করেছি।” কলকাতা পুরসভার ৫১টি ওয়ার্ডে এবং রাজ্যের অধিকাংশ পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে এগিয়েছে বিজেপি। শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, ইংরেজবাজার থেকে শুরু করে দক্ষিণের বাকিওড়িয়া, বোমরাডাঙা, কালনা, কাটোয়ার মতো পুরসভায় এগিয়ে রয়েছে গেরুয়া শিবির। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুশাল ঘোষের কথায়, “লোকসভা নির্বাচনে অন্য সমীকরণ কাজ করে। কিন্তু বিধানসভা এবং পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সেখানেই আবার ব্যাপক সাফল্য পাবে।”

এগিয়ে থাকা কি পৃথক রসদ জোগাচ্ছে বিজেপিকে? উপনির্বাচনের প্রাক্কালে ব্যাখ্যায় পদ্ম শিবির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় বাংলায় জোর ধাক্কা পেয়েছে বিজেপি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। আর ২০২৪ সালে তা কমে হয়েছে ১২টি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঘোষিত লক্ষ্য ৩০ হতো হলেই না। উলটে জেতা আসনগুলি হাতছাড়া হয়ে গিয়ে আসন কমে গেলে। তবে এই ফলাফলের মধ্যেও বেশ কিছু ‘ইতিবাচক’ দিক খুঁজে পাচ্ছেন বঙ্গ-বিজেপির নেতারা। অনেকে বলেছেন এই ইতিবাচক দিক বলে কিছু হয় না। ওটা মানুষকে বোঝানোর কৌশল মাত্র। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় বাংলায় বিজেপির ভোট শতাংশ একটু বেড়েছে। ওই বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৭৭টি আসন জিতেছিল বিজেপি। তবে পরে সেটা বেশ কমে যায়। লোকসভা নির্বাচনের

ফলাফল অনুযায়ী, তারা এখন ৯০টি বিধানসভায় এগিয়ে আছে। ১৯টি এখন বিধানসভায় এগিয়ে আছে। ১৯টি এখন

বিধানসভায় এগিয়ে আছে। ১৯টি এখন

বিধানসভায় এগিয়ে আছে। ১৯টি এখন



রেলের শ্রী আর নেই, অনাথ হয়ে গেছে। মমতা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৭ জুনঃ শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বিপর্যয় নিয়ে রেলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ঘটনাগুলো রওনা দেওয়ার আগে রেলের পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ স্কেন্ডল নিয়েও দেন মমতা। রেলের ‘কবচ’ নিয়েও দেন খোপোলেন তিনি। মমতার বক্তব্য, কবচ মানে অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস। আর সেটা তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিষয়টা একই। এখন নাম বদলে এসব বলা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা নিয়ে রেলের বক্তব্যের প্রেক্ষিতেও প্রশ্ন তুলে দেন মমতা। টেনে আনেন ওড়িশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য, বালেশ্বরে এখনও দুর্ঘটনাগুলো অনেক দেহ পড়ে রয়েছে, যেগুলো শনাক্তই করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো সব ‘এক লটে জালিয়ে’ দেওয়া হবে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মমতা। মমতার বক্তব্য, দুর্ঘটনার খবর ভারত সরকারকে কাছে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকার্য শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা পরিষেবার গতি আনা থেকে শুরু করে রক্তের ব্যবস্থা-সবই স্থানীয় প্রশাসনের তরফে করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা নিয়ে রেলের বক্তব্যও প্রশ্ন তোলেন মমতা। রেলের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছে একাধিক জন। যদিও পিটিআই সূত্রে খবর, ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মমতা টেনে আনেন বালেশ্বরে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা নিয়ে। তিনি বলেন, “আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এখনও মনে হয় ওখানে প্রচুর দেহ পড়ে রয়েছে। শনাক্তকরণ হয়নি। হয়তো এক লটে জালিয়ে দেবে। অথচ যাদের গেল, তাদের গেলা।” রেলের পরিষেবা নিয়ে বিস্তার অভিযোগ তোলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস আমি তৈরি করে দিয়ে এসেছিলাম। বন্দে ভারত বলে যেটা চালাচ্ছে, সেটা দুর্বলই মতো। দুর্ঘটনা একমাত্র স্পিড আপ হয়েছিল রাজধানীর পরে। সেটাইই নকল করে করেছে। যতটা না করেছে, তার থেকে বেশি ভাড়া বাড়িয়েছে।” মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, “আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম, তখন অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস করেছিলাম। আমি নিজে মারগাঁওতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখার পর আবিষ্কার করে প্রত্যেক ট্রেনে অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস চালু করা হয়েছিল। যদিও চালকও ঘুমিয়ে পড়েন, অ্যালার্ম দেবেন, দুটো ট্রেন কাছাকাছি চলে এলে অ্যালার্ম দেবে। আগে মানুষের রক্ষাকবচ হোক, তারপর কথা। রেলের একটা শ্রী ছিল, আজ কী অবস্থা। এটা কোনও সমাধানো নয়। ট্রেনের বেডগুলোতে শুতে দেওয়া হয় তাতে নাওরা, বাথরুমও পরিষ্কার করা হয় না, খাবারের মানও অত্যন্ত নিম্ন। রেলের মাধুর্য নষ্ট করে দিয়েছে।” এদিন বাগদোগারী বিমানবন্দরে নেমে রেল দুর্ঘটনা নিয়ে এনডিএ সরকার তথা বিজেপিকে তুলে ধরা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, “সরকারি চালানোর পরিবর্তে কেন্দ্রের শাসকরা এখন হ্যাংকিংয়ে ব্যস্ত। কোথায় কীভাবে কারচুপি করা হবে, কোথায় বিধিগত করা হবে।” তাঁর কথায়, “রেল এখন অনাথ হয়ে গেছে। আগের মতো শ্রী নেই। মাধুর্যও নেই। যাত্রী স্বাস্থ্যদেয় ব্যাপারে কোনও খেয়ালই রাখা হয় না। যাত্রী দুর্ভাগ্যবান ট্রেনে যাত্রায়ত করেন, তাঁরাই বলেন, বেড নিলে খুবই নোরা।”

জল সংকট ইস্যুতে দিল্লিতে বিক্ষোভ বিজেপির, বীরেন্দ্রর তোপ এএপি সরকারকে



নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : রাজধানী দিল্লিতে জলের সংকট জারি রয়েছে, জলের জন্য হাহাকার করছে দিল্লিবাসী। এই পরিস্থিতিতে এই জল সংকট নিয়ে দিল্লিতে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক বাদানুবাদ। সোমবার জল সংকট ইস্যুতে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি, হাতে মাটির কলসি নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন বিজেপির নেতা ও কমীরা।দিল্লির বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্রর সচিবো এদিন বলেছেন, জল চুরি হচ্ছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর নেতারা জলের কালোবাজারি করছে। যদি এই চুরি, কালোবাজারি ও বন্ধ হয় তবেই দিল্লি জল পাবে। বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল বলেছেন, জলের সংকট নতুন নয়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১০ বছর ধরে এমনটা প্রতি বছর দেখা দেয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন প্রতি বছর এই সংকট দেখা দেয়, কেন তিনি স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাননি?দিল্লিতে জল সংকটের জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারকে আক্রমণ করে বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, কেজরিওয়াল সরকার কাছ করার কোনও চেষ্টা নেই। কেজরিওয়াল সরকার এখানে এক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার কিছুই করেনি। দিল্লি জল বোর্ডের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে, মনে হচ্ছে কেজরিওয়াল সরকার দিল্লিতে অবৈধ ট্যাক্সার মাধ্যমেই উসাহিত করছে...দিল্লি জল বোর্ড দিল্লি সরকারের নিয়ন্ত্রণে, এটা দিল্লি সরকারের দায়িত্ব দিল্লির মানুষকে জল সরবরাহ করা।

মহারাষ্ট্রে মুরগি ধরতে গিয়ে পাতকুয়োয় পড়লো চিতা



গড়িচরোলি, ১৭ জুন : শিকার করতে গিয়ে অগ্নের জন্য প্রাণে বাঁচল চিতাবাঘ। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের গড়িচরোলিতে।জানা গেছে, মুরগি শিকার করতে গড়িচরোলির লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি চিতাবাঘ। এরপর গ্রামের এক পাতকুয়োয় পড়ে যায় চিতাবাঘটি। বনদফতরে খবর দেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন বনানক্ষত্রদের কর্মীরা। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে অবশেষে উদ্ধার করা হয় চিতাবাঘটিকে। এরপর খাচায় ভরে চিতাবাঘটিকে বনানক্ষত্রদের কর্মীরা বাঘটিকে নিয়ে যায়। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টারে নিকেশ ৪ কুখ্যাত নকশাল, প্রেফতার দুই মাওবাদী

চাইবাসা, ১৭ জুন : ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় মাওবাদী-মননে বড়দড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ কুখ্যাত মাওবাদী, তাদের মধ্যে একজন জোনাল কমান্ডার, একজন সাব-জোনাল কমান্ডার ও অপর একজন এরিয়া কমান্ডার। এছাড়াও সোমবারের এই এনকাউন্টার চলাকালীন একজন এরিয়া কমান্ডার-সহ দু’জনকে প্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমের জেলায় গুভা থানার অন্তর্গত লিপুস্থায় কুখ্যাত ৪ মাওবাদীকে নিকেশ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এদের মধ্যে একজনের মাথার দান ছিল ১০ লক্ষ টাকা। পশ্চিম সিংভূমের পুলিশ সুপার (এসপি) আশুতোষ শেখর এনকাউন্টার এবং নকশালদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, সোমবার ভোরে জেলার গুভা থানা এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে এনকাউন্টার হয়। এনকাউন্টারে নকশালদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তা বাহিনী এনকাউন্টারে ৪ নকশালকে হত্যা করেছে।

‘জিরো টেরর প্ল্যান’ তৈরি করতে নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৭জুন : কাশ্মীরের জন্য ‘ জিরো টেরর প্ল্যান’ তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । গত রবিবারের সন্ত্রাসদমন নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন শাহ । টানা ছয় ঘণ্টা ধরে চলে এই বৈঠক। সেখানে কাশ্মীর নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা দেন তিনি। বিকেলে বৈঠক শেষে জানা যায়, কাশ্মীরের জন্য ‘ জিরো টেরর প্ল্যান’ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন

শাহ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এরিয়া ডমিনেশন এবং জিরো টেরর প্ল্যানের মাধ্যমে যেভাবে কাশ্মীরে সাফল্য মিলেছে, জন্মুর জন্যও সেভাবেই কাজ করতে হবে। শাহ আরও বলেছেন, ‘ নিরাপত্তারক্ষা সংস্থাগুলোকে এক নিশান ভেবে কাজ করতে হবে যেন দ্রুত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। প্রত্যেক সংস্থার কাজের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে।’ তাঁর কথায়, ‘

হামলার ঘটনাকে এখন ছায়ায়ুদ্ধ বলা যেতে পারে। আগের মতো ষাণ্ড্ব করে আক্রমণ করতে পারে না জঙ্গি সংগঠনগুলো। তবে সন্ত্রাসবাদকে সমুলে উখাত করাই মেদী সরকারের লক্ষ্য।’অন্যদিকে, আগামী ২৯ জুন থেকে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা । সুত্রের দাবি, তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনওরকম সমস্যায় না পাতে হয়, নিরাপত্তা আধিকারিকদের তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন শাহ।

এদিন দিল্লিতে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জন্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভল্লা, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে এবং হবু সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী, কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি আরআর সোয়াইন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা এজেন্সির কর্তারা।

১ অগস্ট থেকে নতুন নিয়মে কলকাতা পুরসভায় বকেয়া সম্পত্তিকর আদায়

কলকাতা, ১৭ জুন : আগামী ১ আগস্ট থেকে নতুন নিয়মে বকেয়া সম্পত্তিকর আদায় করা হবে। বর্তমানে যে বড় অংশের ছাড় দিয়ে বকেয়া কর মেটানো যেত, সেই পদ্ধতি উঠে গিয়ে নতুন নিয়মে কর মেটাতে হবে কলকাতা পুর এলাকার বাসিন্দাদের।পুরসভা সুত্রের খবর, নতুন নিয়মে ঠিক হয়েছে, কর যত দিন বকেয়া রয়েছে, সুদ ও জরিমানার ওপর ছাড় তত কম হবে।

দুই বছর বা তার কম সময়ে বাকি থাকা বকেয়া মেটালে জরিমানার উপর ৯৯ শতাংশ ও সুদের ওপর ৫০ শতাংশ অবধি ছাড় পাওয়া যাবে।২-৫ বছরের মধ্যে সম্পত্তিকর বকেয়া থাকলে জরিমানার উপর ৭৫ শতাংশ এবং সুদের ওপর ৪৫ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। ৫-১০ বছর ধরে বকেয়া থাকলে জরিমানার উপর ৫০ শতাংশ এবং সুদের উপর ৪০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। ১০ বছর

বা তার বেশি সময় কর বকেয়া থাকলে জরিমানার পরিমাণ ২৫ শতাংশ এবং সুদের পরিমাণে ৩৫ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে।তবে জুলাই মাসের মধ্যে যারা বকেয়া কর মেটানোর জন্য কলকাতা পুরসভার কাছে আবেদন করবেন , তাঁদের আগের নিয়ম মেনেই ছাড় দেওয়া হবে। সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই পদ্ধতি মাত্র দু’মাসের জন্য চালু থাকবে। চলতি জুন

এবং জুলাই মাসে আবেদনকারীরা এই সুযোগ পেতে পারবেন বলেই কলকাতা পুরসভা সুত্রে খবর।পুরনো নিয়মে সম্পত্তি করে বকেয়ায় ছাড় থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল না মেলায় বাধ্য হয়ে নতুন নিয়ম চালু করে রাজস্ব বৃদ্ধি করার কৌশল নেওয়া হচ্ছে, এমনটাই মত কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের একাংশের।

আগামী অর্থবছরের প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৭ জুনঃ আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বাজেটের ইতিহাসে এটি গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাজেট।অন্য বছরগুলোর মতো



পাল্লা দিয়ে এবার বাজেটের আকার বাড়ছে না। এবার আয়কর বাড়ানো

বান্দিপোরায় গুলির লড়াইয়ে নিহত এক জঙ্গি শ্রীনগর, ১৭ জুন :জন্মু ও কাশ্মীরে গত রবিবার রাতে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীরের বান্দিপোরার আরাগাম এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজে গিয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেখানেই গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে।কাশ্মীর পুলিশ সুত্রে খবর, বান্দিপোরায় দু’জন জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে গোপন সূত্র

মারফত খবর পেয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। রাতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। জঙ্গিদের ডেরায় পৌঁছেতেই শুরু হয় গুলির লড়াই। এনকাউন্টারে এক জনের মৃত্যু হয়। তবে দ্বিতীয় জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। সোমবার সকালেও ওই এলাকায় গুলির শব্দ শোনা যায়। চারিদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।

দাবি মেনে নিয়ে নতুন সেতু তৈরি করে ভাঙা হবে গুসকরার পার্শ্ববর্তী নওদা ঢাল লুপ লাইনে রেলসেতু

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃ দাবি মেনে নিয়ে নতুন সেতু তৈরি করার পর গুসকরার পার্শ্ববর্তী নদার ঢাল স্টেশনের পাশে বর্ধমান রামপুর হাট লুপ লাইনে পুরনো সেতু ভাঙা হবে।কিন্তু দাবি আগে রেলের কতৃপক্ষ থেকে জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে জানানো হয় থানা জংশন রামপুরহাট লুপ লাইনের নওয়াদার ঢাল ও বনপাশ স্টেশনে মধ্যে রেল সেতু ভেঙে পুনরায় নতুন রেল সেতু নির্মাণ করা হবে।পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে রেলের পূর্ত দপ্তরের ডেপুটি চিপ প্রজেক্ট ম্যানেজার(অইআরএইচ) এন কে চৌবর্ষ জেলাশাসকের অনুমতি চেয়ে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রেলের সেতুটি বেশ পুরনো। এটি সুরক্ষিত নয়।চিঠিতে সেতু ভেঙে ফের ওই জায়গাতেই নতুন সেতু তৈরি করা হবে।তার জন্য ২১ মাস অর্থা ১ বছর সময় লাগবে।তার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের বিকল্প পথে যাতায়াত

করতে হবে বলে জানানো হয় চিঠিতে। বছর চারেক আগে ২০১৯ সালে এই সেতু সংস্কার করা হয়।তখন মাত্র মাস খানেক রাস্তা বন্ধ ছিল।তাতেই এলাকার বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির মধ্যে পানো।স্বত্থন ১২ মাস অর্থা এক বছর ধরে সেতু তৈরির জন্য ফের নতুন করে ভোগান্তি বাড়বে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত শুক্রবার রেলের তিন আধিকারিক রেল সেতু পরিদর্শনে যান। রেলের হাওড়া ডিভিশনের সহকারী বাস্কার বিমলেন্দু ঘোষ,সেকশন ইঞ্জিনিয়ার সুধীর কুমার ও সহকারী বাস্কার গুরু ঠাকুর হেমহম ছিল পরিদর্শন করে।পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আউসগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সেখ কামরুল ইসলাম, পঞ্চায়ত সমিতির সদস্য তাপস চ্যাটার্জি,গুসকরা ২ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান নতিতা দান ও উপপ্রধান সুবীর মণ্ডল।স্থানীয় প্রশাসন ও রেল

প্রশাসনের মধ্যে নতুন রেল সেতু তৈরি নিয়ে বৈঠক হয়।তারপর রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুরনো সেতু আপাতত ভাঙা হচ্ছে না।পুরনো সেতুর উত্তর দিকে ২০০ মিটার দূরে নতুন রেল সেতু তৈরি করা হবেন।নতুন সেতু পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাতায়াত শুরু হলে তখন পুরনো সেতু ভাঙা হবে।স্বাভাবিক ভাবেই এই সিদ্ধান্তে স্থাী স্থানীয় বাসিন্দারা।স্বত্থায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চ্যাটার্জি বলেন, এই সিদ্ধান্তে আমরা সকলেই খুশী।পুরনো সেতু ভেঙে ওই জায়গায় এক বছর ধরে নতুন সেতু তৈরি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা চরম বিপাকে পড় তেন।নওয়াদা ছাাও আলিগ্রাম ও দেয়াশা মোট তিনটি গ্রামের বাসিন্দারা এই সেতুর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাদের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা বা মাধ্যম। এখন এক বছর ধরে এই সেতুর উপর রাস্তা বন্ধ

থাকায় কি করে তারা যাতায়াত করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা । এখানে উল্লেখ্য পূর্ব রেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে গোটা দেশের যোগাযোগের অন্যতম রেলপথ হল খানা জংশন রামপুরহাট লুপ লাইন।এই রেলপথের মধ্যে পড়ে নওয়াদা গ্রামের রেল সেতু। যা কার্যত বয়সের ভারে জরাজীর্ণ। স্থানীয় বাসিন্দা অশোক ঘোষ, দেবব্রত মণ্ডলরা বলেন, পুরনো সেতুর জায়গায় নতুন সেতু তৈরি হলে খুব সমস্যা হত।রেলের এই সিদ্ধান্তে আমরা খুশী।সুদই রেল সেতুর উপর দূরী়েও গেছে ও গ্রাম দিনাংগর সড়ক পথ। ফলে প্রতিনিয়ত যানবাহনের চাপ লেগেই আছে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে প্রাণহানি হবে। এই জন্যই রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন রেল নির্মাণের ভাবনা।

ম্যালেরিয়া মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সমিতির সভায় রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত আলোচনা

শিলচর (অসম), ১৭ জুন : ম্যালেরিয়া মসে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সমিতির সভায় রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। গত রবিবার সিভিল হাসপাতালের কনফারেন্স হল-এ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ মাসের সভা এবং ভেক্টরবাহিত রোগের ওপর আইইসি অভিযানের সূচনা হয়।স্বাস্থ্য বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডা. আশুতোষ বর্মণের পৌহোহিতে আয়োজিত সভায় ডা. এমআই বড়ডুইয়া, জুই লস্কর, অরিজি নাথ, আকাদপ্তেসা অ্যাসিস্ট্যান্ট অজয় কর, সহ-ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর এবং আরবান আশাকমীরা উপস্থিত ছিলেন। কাছাড় জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ২০২৪ সালের পুরো জুন মাস ম্যালেরিয়া বিরোধী মাস হিসাবে পালন করছে। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই সভায় আয়োজন করা হয়।সারা বছরব্যাপী নানারকমের জনহিতকর কর্মচি কাছাড় জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ চালিয়ে আসছে। জেলার বিভিন্ন আশাকমী, এএনএম, সার্ভেইলেন্স ইন্সপেক্টর, সিএইচও, ল্যাবটেক ও চিকিৎসক সহ সবাই মিলে বিভাগীয় প্রতিটি কর্মচরিত্ব অগ্রগতিতে কাজ করছেন তার খতিয়ান তুলে ধরা হয় সভায়। যেহেতু এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশ দেয়। এ সময়ে পুরো বিভাগ এই



কাজে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে কাজ করে থাকেন।বক্তারা জানান, ম্যালেরিয়া মাসে একটি রোগ যা এখনও প্রতি বছর বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষাকাল শুরু হলে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মশাবাহিত রোগ বা ভেক্টর বহিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ সব রোগ ও প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করতে সরকার কর্তৃক অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।সরকারের এমন একটি প্রচেষ্টা হল জাতীয় ম্যালেরিয়া বিরোধী মাস। বিভাগীয় সার্ভেইলেন্স ইন্সপেক্টর প্রণব কুমার দে জানান, ম্যালেরিয়া রোগীদেহ অনুসন্ধান এবং এই রোগের বিস্তার রোধে সম্ভাব্য সর্বাযুক

প্রচেষ্টা করার জন্য প্রতি বছর ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত জাতীয় ম্যালেরিয়া বিরোধী মাস পালন করা হয়। এই উদ্যোগের অধীনে, পুরো জুন মাসে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য সমস্ত শরয় ও গ্রামাঞ্চলে মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি প্রচার অভিযান চালানো হয়। এ উলক্ষ্মে মশা নিধন, তাদের লার্ভা বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া এবং এই রোগের উপর নজরদারি করার মতো প্রচারাভিযানগুলি সম্পন্নটি সরকারি ইউনিটগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়।ম্যালেরিয়া বর্তমানে ভারতে তৃতীয় সর্বাধিক সাধারণ রোগ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতে সারা বছর এই রোগ দেখা গেলেও বর্ষাকালে এর প্রকোপ বাড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে,

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মোট ম্যালেরিয়ার ৭৭ শতাংশ ভারতে শনাক্ত হয়েছে। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন ম্যালেরিয়ার ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে, এই রোগে প্রতি বছর প্রায় এক হাজার মৃত্যু ঘটে। দেশের বেশিরভাগ ম্যালেরিয়া মামলা ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অসম, গুজরাট এবং রাজস্থান রাজ্য থেকে আসে। কাছাড়ে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ জনেরও বেশি। আক্রান্তের বেশিরভাগ মিজোরামের অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে। ম্যালেরিয়ার বিস্তার কার্যকরভাবে বন্ধ করা গেলেও ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সরকারি প্রচেষ্টার অভাব, সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং আরও অনেক কারণে তা ঘটছে না।ভারতের বেশিরভাগ গ্রামীণপ্রত্যন্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়াকে একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারত সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করার জন্য একটি রেজিউলিশন গ্রহণ করেছে এবং এই উদ্যোগের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রচারাভিযানের আয়োজন করেছে। এই প্রচারণে অংশ হিসেবে জাতীয় অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া মাসের অধীনে সরকারি ইউনিট এবং সরকারী ও বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্বারা প্রতিটি রাজ্য, শহর এবং গ্রামে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা, পরিষ্কারতা এবং পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি চালানো হয়।

ঈদের আনন্দে মাতোয়ারা গোটা দেশ, মসজিদে প্রার্থনা মুসলিম ধর্ষালম্বীদের



নয়াদিল্লি, ১৭ জুন :ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সোমবার সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল আজহা। ঈদ উপলক্ষে সোমবার সকালে মসজিদে প্রার্থনা করেন মুসলিম ধর্ষালম্বীরা। দিল্লির জমা মসজিদে আট থেকে আশি সবাই যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় নামাজ পাঠ করেন। শুধুমাত্র দিল্লিই নয়, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জন্মু ও কাশ্মীর, বিহার, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড-সহ দেশের সর্বত্রই মসজিদে প্রার্থনা করেন মুসলিম ধর্ষালম্বীরা।বিজেপি নেতা মুখতার আবাস নকভি এদিন সকালে ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে দরগাহ পাঞ্জা শরীফে নামাজ পাঠ করেন। নকভি বলেন, আমাদের দেশে বিশ্বের মধ্যে অনন্য, যেখানে প্রতিটি ধর্মের মানুষ বসবাস করেন এবং বিশ্বের প্রতিটি উসব পালিত হয়। বিহারের সুপৌলে নামাজ পাঠ করেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন। তিনি ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সবাইকে শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে উৎসব পালনের আহ্বান জানান।। দেশের উন্নতি কামনা করি।

সিআইডি-র মুখোমুখি হলেন ইয়েদুরাপ্পা, আক্ষেপ প্রকাশ প্রবীণ বিজেপি নেতার

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুন : পকসো মামলায় সোমবার সিআইডি-র মুখোমুখি হলেন কর্ণটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা। সোমবার সকালে কোর্টক বিজেপির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা সিআইডি দফতরে যান ইয়েদুরাপ্পা। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি সিআইডি-র মুখোমুখি হচ্ছি।ইয়েদুরাপ্পা এদিন আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজ্যের মানুষ ইতিমধ্যেই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষ সমস্যার সম্মুখীন। রাজ্য সরকারের পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত একটি অপরাহ। রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে নিজস্ব সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়া।এদিকে,



ইয়েদুরাপ্পার সিআইডি-র মুখোমুখি হওয়া প্রসঙ্গে তাঁর ছেলে তথা কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র বলেছেন, আদালতের ওপর আমাদের আস্থা আছে। তিনি তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন, যা বালার সেখানেই বলবেন, চিন্তার কিছু নেই। উল্লেখ্য, এক নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে।

নিশীথের হারের পর আমিষ খেয়ে পণ ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার, ১৭ জুন : কোচবিহার আসনের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে না হারানো পর্তুপ আমিষ খাবেন না বলে পণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এরপর গত ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। কোচবিহার আসনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। তারপরই প্রায় দুই মাস পর মাছ খেলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবিবার তৃণমূল আয়োজিত একটি সভা মঞ্চে

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ রবীন্দ্র নাথকে মাছ খাইয়ে দেন।কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভা মঞ্চ থেকে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের খারাপ ফলের জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেন উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, ‘কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে যেখানে তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে সেখানে বিভীষণদের চিহ্নিত করতে হবে। বিভীষণ না থাকলে রাবন পরাজিত হত না।’ এদিন নাম না

ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরে স্মারকলিপি মৎস্যজীবীদের

ক্যানিং, ১৭ জুন :দিনের পর দিন মস্যাজীবীদের উপর নানারকম ভাবে অত্যাচার করছে বনকর্মীরা। মাছ ধরতে গেলে নৌকা, জাল কেঁড়ে নেওয়া হচ্ছে। হাজার হাজার টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। এমনকি মাছ ধরার অনুমতি পত্র বিএলসি দেওয়া হয় না।রোগে অভিযোগও রয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে। আর এসবের প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিংয়ের সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিলেন প্রায় হাজার খানেক মৎস্যজীবী। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সড়কাত মোল্লা ও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের নেতৃত্বে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মস্যাজীবীরা বন দফতরের এই হিটলারি মনভানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখান। ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন গ্রান্ড থেকে মৎস্যজীবীরা এই এদিন জড়ো হয়েছিলেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরোমৎস্যজীবী সূত্রত পাইক, হোসেন শেখরা বলেন, লাগাতার মৎস্যজীবীদের উপর অত্যাচার করছে বন দফতর। জাল, নৌকা আটকে মোটা টাকা ফাইন করছে। বিএলসি আটকে রাখছে। তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করছি আমরা। সওকাত বলেন, বংশ পরম্পরায় যারা মৎস্যজীবী রয়েছেন, কিছু অসামু অফিসার এই মৎস্যজীবীদের বিএলসি বাতিলের জন্য নোটিশ করেছেন। নৌকা ধরে জরিমানা করছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সমুদ্রসম্পত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের মুখে হাসি ফোটানোর ব্যবস্থা করছেন, তখন এই বন দফতরের কর্তারা এই ধরনের অপকর্ম করছেন। তাই আজ আমরা মস্যাজীবীদের নিয়ে ডেপুটেশন দিলাম। তিনি আরও বলেন, যে ৬২ জন মৎস্যজীবীর বিএলসি বাতিলের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তা অনুমানত স্তগিত করা হয়েছে। এলাকার বিধায়ক সহ অন্যান্য জন প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকের পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বন আধিকারিকরা। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জানার বলেন, যারা বিএলসি ব্যবহার করছেন তাঁরা আদৌ সঠিক লোক কিংবা কিংবা এই বিএলসি কেউ অবৈধ ভাবে ভাড়া খাটিচ্ছেন কিনা সে বিষয় ক্ষতিয়ে দেখতেই আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এটা সরকারি নিয়মেই হচ্ছে। তবে এ সম্পর্কে একটা বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন বিধায়করা। সেই বৈঠক থেকে

শরীরের সক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সুস্থ দেহের জন্য ফিজিওথেরাপি সহায়তা করেংরাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু

আগরতলা, ১৭জুন : রোগীর শরীরের নড়াচড়া বজায় রাখতে, শরীরের সক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সুস্থ দেহের জন্য ফিজিওথেরাপি সহায়তা করে। এই থেরাপি দেশের হৃপিড়ত সমস্যা এবং ডায়াবেটিস রোগেও সহায়তা করে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রবিবার আগরতলায় উত্তরপূর্বাঞ্চল ফিজিওথেরাপি সম্মেলন-২০২৪’র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন।ফিজিওথেরাপি পেশার সঙ্গে জড়িতদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সংগঠন বিজ্ঞান সময় সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালায় সহোজ্ঞন করার জন্য রাজ্যপাল সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন এই সম্মেলনে ফিজিওথেরাপির সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক তুমিকা। নেবো।রাজ্যপাল সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ফিজিওথেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং সামগ্রী প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন।প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব ফিজিওথেরাপি এর সভাপতি প্রফেসর ডাঃ সঞ্জিব কুমার বা ও ট্রেনাররা রুটি বাসনেন, উত্তরপূর্বাঞ্চল ফিজিওথেরাপি সম্মেলনের আয়োজক কমিটির স্যোরামান ডাঃ বরবির দেবনাথ সহ রাজ্যের ফিজিওথেরাপিস্টরা।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

ক লকাতা, ১৮ জুন মার্ট ঃ মঙ্গলবার, ৬ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮ জুন ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃ৪নাদঃ, কলিঃ৫২১২৩, সৌরঃ৩ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বঙ্গাব্দ।কাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ জুন মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মেইঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১১ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভজা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৮৮ঃ৪৫ এবং অস্তঃরাত্রি রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরঃঃহবিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃগনি ০৫ঃ২৪ঃ০১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ২২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ৫ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৪ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ২২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ০২ পর্যন্ত কুলিক বেলঃ। দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ২৫ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৫৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ২২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহস্কট (সূর্য উদয় কালীনা)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২ঃ১৫ঃ০০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯ঃ৭৫ঃ৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২ঃ২২ঃ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০ঃ২৯ঃ২২ঃ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮ঃ১৭ঃ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯ঃ২৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদরাহঃ ১২২ঃ৭৫ঃ (৩) ২ পদকেতুঃ
--

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ আষাঢ়, ১৪৩১

দুনীতি, কেলেঙ্কারী

দুনীতি কেলেঙ্কারী আজকে সমাজকে গ্রাস করছে। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একেবারে সম্ভব হচ্ছে না। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কেবল দুনীতির খবর। আর্থিক কেলেঙ্কারীর খবর। তার ওপরে রয়েছে গোন্ধ পাচার। এছাড়া পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ধর্ষনের। বাংলার অধিকাংশ প্রথম শ্রেণির কাগজগুলিতে আজকে এই সংবাদ গুরুত্ব পেতে শুরু করে দিয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে চলেছে। তার ফলে সমাজের ওপরে এর একটি কুপ্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে সবার অলক্ষ্যে। আজকে যারা স্কুলে পড়ছে তারা কি শিখবে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। বহু শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে অনিয়মে। তার ফলে সেটা কিন্তু ছাত্রদের মনে রেখাপাত করছে। একটা ক্ষত তৈরি করছে কিশোরদের মনে। সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন,- এর ফলে বর্তমান প্রজন্ম দুনীতি পরিবেশের মধ্যে বড় হতে থাকলে তাদের সৃজনশীলতা কমতে থাকবে। তারা সৃষ্টিশীল পথ খুঁজে বের করতে পারবে না। দেখতে পাওয়া গিয়েছে অধিকাংশ পরিবার আজকে হতাশ। তারা বলতে শুরু করেছে ছেলেমেয়েদের লক্ষ টাকা খরচ করে পড়িয়ে কী হবে? তারা পথ বসে আল্গোলান করবে? টেট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেও চাকরি পাবে না। পড়াশুনা করার ওপরে যে একটি অগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল আজকে তা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করেছে। বহু প্রমী়ন স্কুলে অধিকাংশ নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি ছাত্রীদের বিবাহ

দিয়ে দিয়েছে পরিবার থেকে। সেই সব পরিবার বলতে শুরু করে দিয়েছে এত টাকা খরচ করে পড়িয়ে কোনও লাভ তো হবে না? উপরন্তু আর্থিক ক্ষতি।

তার চেয়ে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হল মেয়েদের। তাদের শ্বশুর বাড়ি যদি ভায়ে এবং বোয়ে তাদের বৌমাকে পণ্যবে তাহলে পণ্যবে। নাহলে সংসার করবে। এই পরম পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে সমাজ জগতে। এই রকম অন্ধকার যেন আসার জন্য করা দায়ী সেটাই বড় কথা। তাকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে হবে। না হলে কিন্তু চরম বিপদ এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। সারাদ্না কাণ্ড থেকে শুরু হয়েছিল কেলেঙ্কারী। প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা ছিল আর্থিক কেলেঙ্কারীরা খবর। তখন সংবাদপত্রে আর কোনও কি ভূমিকা ছিল না? শুধু মাত্র কেলেঙ্কারীর খবর ফলাও করে প্রকাশ করা ছাড়া। সংবাদপত্রের মুখ্য কাজ হচ্ছে সমাজ গঠন করা। জনগণকে সচেতন করা। শুধু মাত্র কেলেঙ্কারী খবর প্রকাশ করাই সংবাদপত্রের আসল কাজ নয়। সেই কারণে বহু প্রাচীন সংবাদপত্র আছে যারা কেলেঙ্কারী সংবাদ প্রকাশকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে সৃষ্টিশীল খবরকে প্রাধান্য দিয়েছে। জাতীয় স্তরে যে সব সংবাদপত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তারা কিন্তু কেলেঙ্কারী খবরকে বেশি করে ফলাও করেনি। তারা মনে করে সংবাদপত্রের কাজ শুধু মাত্র কেলেঙ্কারী বা দুনীতি খবর প্রকাশ করা নয়। সমাজ এবং দেশকে সুস্থভাবে যাতে পরিচালিত হতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। এমন কোনও সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করা উচিত নয় যা পরবর্তীকালে সমাজের মধ্যে অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে। দেশ যদি অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে শুরু করে তাহলে কিন্তু বিপদ আমাদেরও। তার দিকে যোয়াল রেখে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। তবুও দেখতে পাওয়া গিয়েছে বেশির ভাগ অঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি নীতি এবং কেলেঙ্কারীর খবরে বেশি করে পছন্দ করে এবং তা ফলাও করে প্রকাশ করে। এর ফলে ব্যাপকভাবে সমাজের যে ক্ষতি হচ্ছে তার দিকে উদ্গীর্ণ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা থেকে যে দুনীতি হল সেটা কিন্তু কারোর একার হল না। এটা গোটা শিক্ষা জগতকে প্রভাবিত করলো। তার ফলে সবাই এখন মনে করতে শুরু করে দিয়েছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলেও টাকা দিয়ে চাকরি পেতে হবে। তার জন্য আলাদা করে গাছিত করে রাখতে হবে অর্থের বাস্তিল। এই রকম মানসিকতা গড়ে ওঠাটা স্বাভাবিক। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এখন আদালত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। আদালত দায়িত্ব গ্রহণ করেছে প্রশাসনিক দুনীতি যেন বেশি করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। সবাই যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার অধিকার লাভ করে তাকে স্থাপন করা। শিক্ষা জগতে সুস্থ পরিবেশ তৈর হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিচারপতিরা একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু যে দুনীতি এবং কেলেঙ্কারীর পরিবেশ বা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি? সেটা কেউ কিন্তু বলতে পারবে না। আজকে যদি বাংলার এই রকম অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে ভবিষ্যতে বাংলার অবস্থা কী রকম হবে তা ভাবলে চমকে উঠতে হয়।

বিমুখতা বেশি উত্তরপ্রদেশেই

তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসলেন নরেন্দ্র মোদি। তবে নিজেদের একক ক্ষমতায় নয়। কিন্তু সেই আসনে বসেই প্রথম ফাইল স্বাক্ষর করলেন। ‘প্রধানমন্ত্রী কিরান সন্ধানি নির্ধি’র ১৭তম কিস্তিটি প্রদান সংক্রান্ত ফাইলে স্বাক্ষর করেন। প্রথম পাঁচ বছরের শেষ লগ্নে এসে মোদি এই প্রকল্পটি চালু করেছিলেন। এই প্রকল্পে দেশের কৃষক পরিবারকে বছরে তিন কিস্তিতে মোট ৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ‘১৯-এর লোকসভা ভোটারে আগে এই প্রকল্প চালু করে মোদি হাতে গরম ফল পেয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয় দফার পাঁচ বছরে তিনি এই প্রকল্পের উপভোক্তার সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন। এখন এই প্রকল্পে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হয়। যার মধ্যে ২ কোটি কৃষক পরিবার শুধু উত্তরপ্রদেশের। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটেই যে মোদি এই প্রকল্পের দৃশ্যত কোনও সুফল পেয়েছেন, এমনটা বলা যায় না। কারণ, এই ভোটে মোদির প্রতি বিমুখ হয়েছেন প্রধানত গ্রামাঞ্চলের কৃষক পরিবারের গুলো। এই বিমুখতা আবার সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশেই। গ্রামাঞ্চলে এবার বিজেপির ভোট কমছে প্রায় আড়াই শতাংশ। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এসব রাজ্যে কৃষকদের ক্ষোভই বিজেপির ভোট কমার পিছনে প্রধান কারণ। পাঞ্জাবের কৃষক পরিবারের বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ কতটা গভীর, তা বোঝা গেল চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে এক পাঞ্জাবি তরুণী জওয়ানের হাতে বিজেপির সদ্য নির্বাচিত সেলিব্রিটি সাংসদ কন্দনা রানাওয়াতের চড় খাওয়ার ঘটনায়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিকে খুলেই দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসং পথ পরিত্যাগ করে সং পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এনে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিকে খুলেই দিতে হয়।

জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম অরবিন্দের মতো একজন মানুষ সারাদিন একটি কুঠরীতে আবদ্ধ থাকে সেটা তাঁর মোটেও ভাল লাগে না : ডাক্তার ডেলি

সম্বুদ্ধ দত্ত

কারাগারে অবস্থান কালে নির্জন কক্ষে মানুষের কি পরিনতি হয় অরবিন্দর অনুধাবন একটু যোগে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির যেমন ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরেই উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয় । কিন্তু এই অবস্থায় আমার প্রতি ঈশ্বরের অসীম দয়া এবং তাহার সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল।

বরোদায় অবস্থানকালেই অরবিন্দর অন্তরস্থলে যোগ সাধনার কমনা ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে । ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষের লেখা থেকে জানা যায় , অরবিন্দ একবার নর্মদাतीরে ব্রহ্মানন্দ নামে এক মহাযোগীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন । এই যোগী নাকি কখনও কারও দিকে তাকাতেন না । কিন্তু অরবিন্দকে দেখামাত্র তিনি তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মতো একজন মানুষ সারাদিন একটি কুঠরীতে আবদ্ধ থাকে সেটা তাঁর মোটেও ভাল লাগে না। এতে মনও শরীর উভয়েরই ক্ষতি করে। সম্ভবত সেই কারণেই ডাক্তার ডেলি একদিন অরবিন্দকে জানানলেন, সহকারী সুপারিণ্টেন্ডেন্টের কাছ থেকে তিনি সাধনার প্রেরনা। সুরাট কংগ্রেস থেকে ফেরার সময় যোগী লেলের সঙ্গে অরবিন্দর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রাজনীতির মধ্যে যুক্ত থেকেও পর অরবিন্দ কিন্তু আধ্যাতিক সাধনা থেকে নিজেকে কখনও বিযুক্ত করতে পারেনি না। আধ্যাত্তিক ও জাতীয় চেতনা উন্মেষে অরবিন্দর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম । অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে জাতীয় জাগরণের উৎস বলে মনে করতেন। মুম্বাইতে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, যে সময় পূর্বে, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ হইতে দলে দলে উচ্চশিক্ষিত মানুষ ঐ নিরক্ষর মানুষটির পদতলে লুপ্তি হইল

উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতাম , না হয় কয়েদীদের কার্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্বঘণ্টে নারায়ন এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা



করিতাম। বৃক্ষে, গৃহে , প্রাচীরে, মানুষো, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে ,মৃত্তিকায় সর্বত্র খন্ডিৎ ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রচারণপূর্বক সর্বত্রুতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগার বোধ হইত না । সেই উচ্চ প্রাচীর , সেই লোহার গারদ, সেই সাদা দেওয়াল , সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীল পরশ্শাভিত বৃক্ষ , সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অবচেতন নহে, যেন সর্বব্যাপী চেতনাপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে। উহার আমারে ভালবাসে , আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইতে লাগিলো। মানুষ্য , গাভী, পিপিলিকা চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া। ভিতরে এক নিশ্চল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিষয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। একবার এমন ব্রহ্ম হইতেছে যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়িয়াছে। এবং

সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছে । সর্বদা বোধ হইতে লাগিল , যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে , কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে । এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মন প্রান

তাকে এই মানব জগৎ ও বিশ্ব সংসার থেকে আলাদা করে রেখেছে সেই দিকে তাকিয়ে অরবিন্দের মনে হত সে আর জেলের উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে বন্দী নেই। তাকে চার দিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কোন সাধারণ মানুষ নয় তা সম্ভবত প্রথম ধরা পরেছিল বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর সহ শিক্ষক অধ্যক্ষ মিঃ এ, বি, ব্ল্যাক এর চোখে । ১৯৪৯ সালে অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীঅরবিন্দকে স্যার কাট্রামধ্বী রামালিঙ্গ রেড্ডী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয় । এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অল্পবিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত রেড্ডী মহাশয় অরবিন্দ সম্পর্কে সবথেকে মূল্যবান কথাটি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এক আলাপচারিতায় অধ্যক্ষ মিঃ এ,বি ব্ল্যাক রেড্ডী মহাশয়কে বলেছিলেন, আপনি কি কখনও অরবিন্দ ঘোষের চোখ দুইটি লক্ষ্য করিয়াছেন? তাহার চোখ চোখ রাখিলে মনে হয় , তাঁহার চোখের মধ্য হইতে এক রহস্যময় বহি ও জ্যতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। এবং তাহা যেন ইহজগতের উপরে ঊর্ধ্বরাজ্য ভেদ করিতেছে। তিন আরও বলেছিলেন, জেথান অফ আর্ক যদি দিবা স্বর শুনিতেন, তাহা হইলে অরবিন্দর নিশ্চয় দিবা দৃষ্টিতে সকল কিছু দেখিতেন না। (probably sees heavenly visions) পরবর্তীতে রেড্ডী মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন, ব্ল্যাক সাহেব ছিলেন একজন একান্ত জড়বাদী। আমি বুঝতে পারি না যে ঐ সংসার বুদ্ধি পরায়ন অথচ চমৎকার লোকটি কি করিয়া অরবিন্দ সয়ঙ্গম সত্যের আভ্য পাছয়া ছিলেন, যদিও তখন তাহা ফুটিয়া বাহির হয় নাই। সবথেকে গর্বের বিষয় এমন এক কখন মানবাত্মার জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের মুক্তি সূর্য উদয় হল। তবুও বলতেই হচ্ছে, দুর্ভাগ্য বাংলার ,দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, এখন এক মনিষীর জীবন চর্চা থেকে আমরা যেমন দূরে হইলাম, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে কিছুটা অন্তরালে রয়ে গেলা এ দায় আমার, আপনার, আমাদের সকলের। **(তথ্য ও কৃতজ্ঞতা-শ্রী অরবিন্দের কারাকাহিনী, শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও যোগ)**

রাশিয়া আবার ইউক্রেন আক্রমণ করার কৌশল নিয়ে

রাশিয়া আবার ইউক্রেন আক্রমণ করার কৌশল নিয়ে

রাশিয়া আবার নতুন করে ইউক্রেন আক্রমণ করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে বড়সড় ধরনের হামলার হুক কষতে শুরু করে দিয়েছে মস্কো। এর মধ্যেই ইউক্রেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে বসানো হচ্ছে। যদিও জেনেলস্কি সরকার এ ব্যাপারে কোনও সরকারি বিবৃতি দেয়নি। রদবলদের সংবাদ আসতেই সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছেন অরিন প্রেসিডা ভেডিড আরাখামিয়া। বিষয়টি সামনে আসার পর জানতে পারা গিয়েছে যে দুনীতির অভিযোগেই এই অপসারণ। জানা গিয়েছে এবারে প্রতিরক্ষা দফতরের থেকে সরিয়ে আলেক্সি রেজকোইনভকে কৌশলগত শিল্প দফতরের ভার দেওয়া হচ্ছে। নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে চলেছেন দেশের বর্তমান সামরিক গোয়েন্দা প্রধান কিরিলো বুখারোভ। গোয়েন্দা প্রধানকে আনার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পুতিনের কৌশলের সঙ্গে কট্ট দেওয়া। পুতিনের সঙ্গে টের দিতে গেলে অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির খুঁই প্রয়োজন। পুতিন গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন। তিনি দেশের গোয়েন্দাদের ওপরে নির্ভর করে রাশিয়া পরিচালনা করে থাকেন। এবারে ইউক্রেনের সামরিক শক্তির পরিচালনা করেন সেখানকার গোয়েন্দা প্রধান। তার ফলে পুতিনকে আর সমানে দিকে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে না। পুতিন যাতে বেশি দূর অগ্রসর না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই গোয়েন্দা প্রধানকে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে আমেরিকার পেট্রোগাগও ইউক্রেনের এই সিদ্ধান্ততে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলেছে পুতিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে আর একজন দক্ষ গোয়েন্দা প্রধানের কাজ ছিল ইউক্রেনে নেনাদের পরিচালনা করা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ২০২১ সালে প্রতিরক্ষা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন রেজনিকোভ। একটি সময়ে পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অন্য দিকে একের পর এক দুনীতি নিয়ে নাকাল হাছিল তাঁর মন্ত্রকা। গত মাসের শেষ দিকে দিগুণ নামে খ্যাত চুক্তি সাই কররা ফলে তাঁর মন্ত্রকের এক শীর্ষ অফিসারকে সরে যেতে হয়েছিল। তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া করেন নি রেজনিকোভ। তিনি বলেছেন তাঁর অবস্থান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভালো করেই জানেন। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একজন গোয়েন্দা প্রধান হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছে ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স সহ বেশ কয়েকটি দেশ। তারা নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ন্যাা প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি স্বয়ং যুদ্ধাঞ্চলগুলি ঘুরে দেখবেন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ইউক্রনকে যুদ্ধে জিততে গেলে বিশ্ব গোয়েন্দাদের খবরের ওপরে বেশি করে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গোয়েন্দা যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন যুদ্ধরীতি গ্রহণ করতে হবে। এদিকে পুতিন এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলেননি। তবে মস্কো গোটা পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জার্মানদের আগে নাৎসি বলে গণ্য দাগ দিয়েছিল রাশিয়া। রুশ কমিউনিস্টরা সারা বিশ্ব জুড়ে জার্মান নাৎসিরাবিরোধে বিরুদ্ধে প্রচার করছে। গোটা ইউরোপ নাৎসি বাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছে শুরু করেছে। তারা রাশিয়াকে এখন ন্যাা নাৎসি বলে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়ার বর্তমান আচরণ নাৎসিদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয় সেটাই প্রচার করছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নাৎসি নেতা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে হিটলারকে নেতা বলে গ্রহণ করেছিল রাশিয়া। তারা জার্মান দেশের অর্ধেক দখল করে নিয়ে ছিল। পূর্ব জার্মানকে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শোষন যন্ত্রে ফেলে পিষতে শুরু করে। ভাগ্য ভালো ছিল পশ্চিম জার্মানদের। পশ্চিম জার্মান আমেরিকার দখলে চলে যাওয়ার ফলে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই পুরানো রুশপ্রভাবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করছেন। তিনি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে সারা বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তার পরিকল্পনা করছেন। পুতিনকে এখন বেশ কয়েকদিন শারীরিক কারণে গোপনে বসবাস করতে হচ্ছে। চিকিৎসার জন্য তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া বর্তমান প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার পুতিন একজন হত্যাকারী। তাঁকে ক্ষমা করা উচিত নয়। যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করা উচিত। গোটা ইউরোপ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কিন্তু পুতিনকে রেহাই দেবে না।

বাংলাদেশে সর্বত্র হিন্দুরা বসবাস করছে ভয়ে এবং আতঙ্কে

বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাদের ওপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ফলে বহু হিন্দু পরিবার সর্বশাস্ত্র হয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। বহু হিন্দুদের সম্পত্তি হুজি জঙ্গি সঠন লুট করতে শুরু করে দিয়েছিলে। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে সেই সময়ে হামান সহ হুজি-বি এর জঙ্গিরা ধরা পড়ে। তারপরে শেখ হাসিনা সরকার আসতেই জঙ্গি সংগঠন



একেবারে নিষিদ্ধ করে দেয়। মুফতি হামানের ফাঁস হয়ে গেলে শফিকুর একেবারে সেই সময়ে হাওয়াতে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার খোঁজ পাওয়া যাছিল না। কোথায় চলে গিয়েছিল তার কোনও হালি ছিল না। সবাই মনে করেছিল সে বাংলাদেশে ত্যাগ করে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ভারত সরকারের জঙ্গি তালিকায় তার নাম রয়েছে। কিন্তু তারপরে পুলিশের কাছে এসে রিপোর্ট এসে হাজির হয়েছিল সে কিশোরগঞ্জ একালার কানাই। তাদের মধ্যে ধর্মের কোনও বিভেদ ছিল না। ধর্মীয় বিভেদ দেখা দিতে শুরু করলো ইদমিনি। বিশেষ করে খালেদা জিয়ার সময় থেকে। খালেদা জিয়া মনে করেছিলেন পাকিস্তানের সাহায্য পেতে বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা খানিকটা সুবিধা হবে। কিন্তু সেটা হলে দেখা গেল না। উপরন্তু বাংলাদেশে আর্থিক অবস্থা ক্রমশ

প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে এখনও পাকিস্তান সেখানকার জঙ্গিদের আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে তার প্রমান হচ্ছে শফিকুর। শফিকুরকে ইণ্টারগোল খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক জঙ্গি নেতা হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। তাকে দমন করতে বাংলাদেশের সেনা বাহিনী থেকে শুরু করে সেখানকার দক্ষ পুলিশ প্রশাসন সন্ধান করতে শুরু করে। পাকিস্তানের আইএসআই আশ্রয় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এমনকী অস্ত্র টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে শফিকুরকে। করাচি ইউসুফ বিন মুরী মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে সেখানে তালিবান দলে নাম লেখায়। জঙ্গিদের সঙ্গে সে কাজ করতে ভালোবাসে। মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন নামে লিখিয়ে মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে তুলেছিল।

৪০০ বছরের পুরনো রীতি মেনেই বুড়ো শিবের গাজন উৎসব, বর ফেরি অন্যতম আকর্ষণ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ জুন : বর ফেরি! গ্রামাঞ্চল বা শহরে বিভিন্ন সামগ্রী ফেরি করা হয়। কেউ মাথায় করে, কেউ আবার ভ্যানে করে। বর ফেরি? তাও আবার ভ্যানে চাপিয়ে! নিশ্চয় অবাক লাগছে? অবাক হওয়ার-ই কথা। তবে ঘটনাটি একশো শতাংশ সত্যি। রীতিমতো মাইকিং করে ভ্যানে করে ঘুরে ঘুরে বর ফেরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন বরের বিভিন্ন দাম। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন বর নিতে পারে। পাজমা পাঞ্জবি পরে মাথায় টোপের মাথায় দিয়ে বরেরা বসে আছে ভ্যানে। আর ফেরিওয়ালা খদ্দেরকে মাইকিং করে ডাকছে। আর গ্রামের বাসিন্দারাও দরদাম করে বর কিনছেন। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের বোসপাড়া সংলগ্ন এলাকার বুড়ো



শিবের গাজনকে ঘিরে প্রতিবছরই এইসব রঙ্গ তামাশা হয়। তিন দিনের গাজনকে ঘিরে গোটা গ্রামে চরম উদ্দামনাও থাকে। গাজনের অন্যতম পুরোহিত রাজেশ ভট্টাচার্য জানান, খণ্ডঘোষের রায়পাড়া, ভট্টাচার্য পাড়া ও বোসপাড়া মোট তিনটি পাড়া মিলিয়ে বুড়ো শিবের গাজন হয়। তিন দিনের এই গাজনে

জমা জলে বিপর্যস্ত জনজীবন, পথ অবরোধে ক্ষুব্ধ মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ঘরের মধ্যে জল। ক্ষুব্ধ মহিলারা আলিপুরদুয়ার বেলতলাতে এবার পথ অবরোধে নেমেছেন। মহিলাদের পথ অবরোধে কার্যত বাহ্যত যান চলাচল। কারাও ঘরে হাটু জল। বিপর্যস্ত সাধারন বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ারে টানা বর্ষনা কালজানি সহ অন্যান্য নদীগুলির জল বাড়ে। গত ২৪ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার -



১১৯.৪০ মিলিমিটার ও হাসিমারা- ১৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিকে অতিবর্ধনে আলিপুরদুয়ার পূ্ব এলাকার ৮, ৯, ১৫, ১৮, ৫, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জল দাঁড়িয়েছে। ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দাদের ভরসা নৌকা। নৌকাতে চলাছে যাতায়াত। এদিকে ডিমা নদীতে বাশের সাকো ভেসে যাওয়ায় বিপন্ন ৩৫ টি পরিবার। প্রায় ২৫০ জন বাসিন্দাদের যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের জল ঢুকছে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। শ্লুইস গেট বন্ধ, গার্ডওয়াল থাকায় জল বের হতে পাচ্ছে না। ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। এদিন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুব্ধ মহিলারা বেলতলাতে পথ অবরোধে শুরু করে। তাদের দাবি পুরসভা অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে পথ অবরোধে চলবে। আমরা জল যন্ত্রনার দিন কাটাচ্ছি। পুরসভা দেখে না দেখার ভূমিকা নিয়েছে। আমরা চাই এটা থেকে মুক্তি। পুরসভা ব্যবস্থা না নিলে অবরোধে চলবে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর জানানিয়ে, ৮ টি পাশপ রাখা হয়েছে। শহরের জল বের করে দেওয়া হবে। আর বাসিন্দাদের উদ্ধারের জন্য নৌকা মজুত রাখা হয়েছে।

খড়াপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে উদ্ধার ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ জুন : খড়াপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সোমবার উদ্ধার হল এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় আইআইটি-র ক্যাম্পাসে। পুলিশ



গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। আইআইটি চত্বরের ভিতরেই সরোজিনী নাইডু ও ইন্দিরা গান্ধী নামের দুটি মহিলা হস্টেল রয়েছে। ওই দুটি হস্টেলের মধ্যে সংযোগকারী একটি ছাদ থেকে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান কলেজের পড়ুয়ারা। আইআইটি সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রীর নাম দেবিকা পিল্লাই। ২১ বছরের দেবিকা বি-টেক কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বাড়ি কেরলের চেন্নাই থানার উত্তর এডুর এলাকায়। দিন কয়েক আগেই ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। বাড়ি থেকে ফেরার পরই এই ঘটনা। আইআইটি পড়ুয়াদের সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে হস্টেল চত্বরে ঘোরাকেরা করছিলেন তারা। সে সময়ে কয়েকজন পড়ুয়া দুটি হস্টেল ভবনের সংযোগকারী ছাদ থেকে দেবিকাকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। এই দৃশ্য দেখে তারা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শোরগোল পড়ে যায় গোটা আইআইটি চত্বরে। হস্টেল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিবারকে খবর দিয়েছে আইআইটি কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়ার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছে পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি ঘটনার পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে তারা।

রেলওয়ে প্রশাসনের দ্বারা ক্রমাগত নতুন সংস্কার করা হচ্ছে

গোরখপুর, ১৭ জুন : ভ্রমণকারী জন্মসাধারণের সুবিধার প্রসারিত করার জন্য রেলওয়ে প্রশাসনের দ্বারা ক্রমাগত নতুন সংস্কার করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, কোণ্ডুলির আরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, যান্ত্রিক গ া র খ া ন া , গোরখপুরে একটি পেইন্টিং বুথ তৈরি করা হয়েছে যাতে যাত্রীবাহী যানগুলিকে মানসম্পন্ন এবং কম সময়ে রঙ করা যায়। যেখানে পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিংয়ের পর কোচের রং করার কাজ শেষ পর্যায়ে হয়। আগে ব্রাশ ও স্প্রে দিয়ে ম্যাম্যালি পেইন্টিংয়ের কাজ করা হতো। প্রযুক্তি এবং আধুনিকীকরণ ব্যবহার করে, যাত্রীবাহী যানবাহনের গুণমান, দীর্ঘমেয়াদি পেইন্টিং নিশ্চিত করতে মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরি, গোরখপুরে স্প্রে পেইন্টিং বুথ এবং বেকিং ওভেন স্থাপন করা হচ্ছে। পেইন্টিং বুথের ব্যবস্থা থাকার পেইন্টিং কাজ সহজ হয়েছে এবং উন্নত মানের এবং সময় সাশ্রয় হচ্ছে। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ করেছে এবং ২০২৪ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে কারখানা থেকে ৩৫৮ টি কোচ সরিয়ে দিয়েছে। এতে ৫৮আইসিএফ নন-এসি ক্লাস কোচ, ২৭আইসিএফ এসি ক্লাস কোচ, ৬৯ এলএইচবি নন-এসি ক্লাস কোচ, ৬৪টি এলএইচবি ১৬টি এসি ক্লাস কোচ এবং মেমু কোচের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এনএমজিএইচএস ২৪টি কোচের রক্ষণাবেক্ষণ। রূপান্তর করা হয়েছে।

কোচবিহারে এলো বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ জুন : পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কোচবিহারে এলো বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটি একটি



প্রতিনিধি দল। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এক সিটিক ভলেন্টিয়ার এর ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে ধুমুকার পরিস্থিতি দলীয় কার্যালয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা যখন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিল সেই সময় একজন সিটিক ভলেন্টিয়ার সেখানে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে থাকে। বিষয়টি সামনে আসতেই তার মোবাইল কেড়ে নেয় বিজেপি নেত্রী অগ্রিমিত্রা পালা। ক্ষিপ্ত হয়ে যায় বিজেপি কর্মীরা। মারধর করে তাকে বের করে দেওয়া হয় দলীয় কার্যালয়ের বহির্দে। অবশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। একই সঙ্গে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গেও কমিটির সদস্যরা দেখা করেন। আজ আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পর রাজ্য সরকারের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহিলা সেখানে একজন মহিলা প্রধানেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং তার শাড়ি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা হয়। এছাড়াও তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে সংবিধান নেই। বিজেপি করার অপরাধে বিজেপি কর্মীদের জমি থেকে ধান কাটতে দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপি কর্মীরা বাড়ি ফিরতে পারছে না। তাদের

দিলীপ ঘোষের বৈঠক শেষ হতেই দুর্গাপুরে বিজেপি কার্যালয়ে হামলা, অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূলের দিকে



দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ জুন : ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। দিলীপ ঘোষের বৈঠক শেষ হতেই, আবারও দুর্গাপুরে বিজেপি কার্যালয়ে হামলা। বিজেপি কর্মীদের বাইক দলভূরা রবিবার রাতে ঘনাকো ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউয়ে এলাকায়। ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দক্ষুতীদের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের ফলাফল দেখান। হতেই রাজগুড্রে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ উঠেছে। দুর্গাপুর শিল্পসহরে গত কয়েকদিনের বিজেপি কার্যালয়ে আগুন, বিজেপিপর পোলি এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বর্ধমান- দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন সন্ধ্যায় দুর্গাপুর বিদ্যাসাগর আভিনিউয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সর্বেক শেষে সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে যান। অভিযোগ, তারপরই ৩০-৩৫ জন তৃণমূল আশ্রিত

দক্ষুতি কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। বাইরে রাখা বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর করে। বিজেপি জেলা সম্পাদক অভিজিত দত্ত বলেন, সাড়ে ৮ টা নাগাদ বৈঠক শেষ করে সহকর্মীর গাড়িতে বেরিয়েছিলেন। অধ ঘণ্টা পর আবার কার্যালয়ে গিয়ে দেখি, আমার বহিক ও আর কয়েকটি বাইক পড়ে রয়েছে। আমার ডাক শুনে কার্যালয়ে পিছনে আতঙ্কে লুকিয়ে থাকা ব্যবসায়ীরা বেরিয়ে আসে। তরুণকেও মারধর করা হয়েছে। পিছনের একটি দরজা ভেঙে দিয়েছে। এসব তৃণমূল আশ্রিত দক্ষুতীদের কাজ। গোটা বিষয়টি পুলিশে জানিয়েছি। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে দুর্গাপুর বিদ্যাসাগর এভিনিউয়ে বিএমএস কলমেয় সঙ্গের একটি বৈঠক চলছিল। ওইসময় তৃণমূল আশ্রিত দক্ষুতিরা সেখানে ইট - পাটকেল ছোড়ে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে আরও বিজেপি কর্মীরা। পাল্টা পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। ইটের আঘাতে কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়। দুই পক্ষের অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বি- জোন বিদ্যাসাগর এভিনিউ-এর সারা রাত্তায় ইটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স। এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। গত ২১ এপ্রিল দুর্গাপুরের বিধাননগরের পাশ্প হাউস মোড়ে বিজেপিরা পাটি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আহতদের সহায়তায় রক্তদানের হিড়িক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : দুর্ঘটনার পরপরই দুর্ঘটনায় আহতদের রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রক্ত দিতে ছুটলেন প্রচুর মানুষ। উদ্ধারকার্যে এগিয়ে এলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষে এমনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৫ যাত্রীরা। আহতের সংখ্যাও বহু। হতাহতের মধ্যে বহু রেলকর্মী আছেন। মৃত মালগাড়ির চালক। এদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ডও মারা গেছেন। জানা গেছে, নির্ধারিত সময় মেনেই এগিন সকালে নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছায় ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। নিজবাড়ি এবং রাণগাণি স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় উদ্ধারকার্যে হাত লাগায়

প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয়রাও। উদ্ধারকার্যে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন। দুর্ঘটনার পর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে মোট ৬২ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। ছেদের মধ্যে ১৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসারীরা রয়েছেন মোট ৪৭ জন জখম যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিজেদের আত্মতুল্যসে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তাঁরা। মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সঞ্চটের কথা মাথায় রেখে, আহতদের রক্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রক্তের বন্দোবস্ত করেন তাঁরা। সংস্থার তরফে এদিন মেডিকেল কলেজে গিয়ে রক্তদান করেছেন সংগঠনের ২০ জন সদস্য।

সিকিম থেকে পর্যটকদের

উদ্ধারকাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ১৭ জুন : সিকিমে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধারকাজ শুরু হল। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ পর্যটকদের উত্তর সিকিমের বিপদসংকুল পাহাড়ি পথ টুং থেকে মঙ্গন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সরিয়ে আনা হয়। এদিনের প্রথম ব্যাচে মোট ৯ জন পর্যটক ছিলেন। তারা সকলেই চুৎথাংয়ের গুরুদুয়ারায় আটকে পড়েছিলেন। এদিন জেলা প্রশাসনিক দল, পর্যটন বিভাগ ও বায়ুসেনার কর্মী এবং সিকিমের পর্যটন সংস্থার দ্বারা উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করা হয়। বৃষ্টির মধ্যেই ধসে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক দুর্গম পথ পার করে পর্যটকদের ঝেঁটে আসতে হয়েছে। উদ্ধারকারী দলটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং নিরাপত্তা মাধ্যমে উদ্ধার কাজটি পরিচালনা করেছে। প্রথম ব্যাচটিতে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং সাহসী পর্যটকরা ছিলেন। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত লাচুংয়ে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়নি। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরেই প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম। উত্তর সিকিমের বিপন্ন দের বলেন, সি তাই বিশ্বাসসভা কেন্দ্রে একজন মহিলাকে তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী ধর্ষণ করে। দীর্ঘক্ষণ সে পড়ে থাকে। পুলিশের কাছে তারা অভিযোগ পর্যন্ত জানাতে পারেনি। পুলিশ অভিযোগ নিয়ে না। হিংসাত থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দেখে যাক মহিলার কি অবস্থা। বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির এই সকল কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কিছু নেই। বিগত দিনে আমরা দেখেছি ২০২১ সালের নির্বাচনে সময় আমরা যখন ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলাম সেই সময় আমাদের উপর এবং আমাদের কর্মীদের উপর জন্মাতাবে আক্রমণ চালিয়েছিল তারা। বহু তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছিল। নিচের রাজ্যকে ঠিক না করে তারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে। তিনি আগে ত্রিপুরাকে শান্ত করুক। ত্রিপুরার যে সন্ত্রাস সেই সন্ত্রাস কে বন্ধ করুক। কোচবিহারে যারা বর ছাড়া আছে তারা নিজেরাই আতঙ্কিত হয়ে শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য দলীয় কার্যালয় আশ্রয় নিয়ে আছে। কোচবিহারে কোথাও কেমন সন্ত্রাস হয়নি যে তাদের রাজনীতি করতে আসতে হবে।



দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ জুন : আবার বিজেপিতে বড়সড় ভাঙ্গন দিনহাটায়। বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ সদস্য আজ কোচবিহার এ আসছে। তার কিছুক্ষণ আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন দিনহাট ১ মন্ডল মহিলা মোর্চার সহ সভানেত্রী সোমা সিংহ ও কয়েকজন মহিলা এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। সোমা সিংহ জানান, মহিলাদের জন্য কাজ করতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন : মালদার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন কদুবাড়ি মোড় এলাকায় কেবল লাইনের তার মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। সোমবার মামুতিক ঘটনটি ঘটেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিত বর্মন (২৭)। গাজোলের লক্ষ্মীতলা এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় এক কেবল অপারেটর সংস্থার মিস্ত্রি ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন কাজে বিদ্যুতের পোলে উঠে কেবল লাইন মেরামত করছিলেন বিশ্বজিত। সেইসময় হঠাৎ কাজে সোঁতলাতে ১১ হাজার ভোল্টের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন বিশ্বজিত। মুহূর্তের মধ্যেই উপর থেকে नीচে ছিটকে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গাজোলে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বিশ্বজিতের পরিবারের লোকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সিপিআইএমে বড় ধাক্কা, তৃণমূলে যোগ দিলেন হেভিওয়েট নেতা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ জুন : লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পরে এবং দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে, দুর্গাপুরে সিপিআইএম এ বড় ধাক্কা। কারণ এখানকার এক হেভিওয়েট সিপিআইএম নেতা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সিপিএমের বড় নেতা পঙ্কজ রায় সরকার এগিন তৃণমূলে যোগ দিলেন। রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস ও মন্ত্রী ডাঃ প্রদীপ মজুমদারের উপস্থিতিতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। ইতিমধ্যেই সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দলবিরোধী কাজের জন্য তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। পঙ্কজ রায় সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, লোকসভা নির্বাচনের সময় তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে তাই তিনি পাটি নেতৃত্বের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। পঙ্কজবাবু কোল ইন্ডিয়ার কর্মী ছিলেন এবং পাটির জন্য চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। শিলাখুলে শ্রমিক নেতা হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এদিন দুর্গাপুরে পঙ্কজবাবুর যোগদানের সময় অতিরিক্ত ছিলেন রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস এবং ডাঃ প্রদীপ মজুমদার। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডুবেশুর বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বর্ধমান দুর্গাপুরের নবনির্বাচিত সাংসদ কীর্তি আজাদ, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রশাসক অনিশিতা মুখোপাধ্যায়, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র তথা আইএনটিআইউসি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি অভিজিত ঘটক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দুর্ঘটনায় আটকে যাওয়া যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় আটকে যাওয়া যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, শিয়ালদামুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আটকে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১০ টি বাস দুর্ঘটনাস্থলে যায়। আটকে পড়া যাত্রীদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই বাসগুলি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের অনেক যাত্রী এনজেপি স্টেশনে আটকে পাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণের জন্য রেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে। যাত্রীদের দুর্ভোগ এমনিতেই বাড়বে। সেই কারণে, শিলিগুড়ি থেকে এদিন অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এনবিএসটিসি-র তরফে। বিকেল থেকে শিলিগুড়ি তেোবিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ি - কলকাতা অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে। পার্থপ্রতিম রায় জানান, বাসে করে আটকে পড়া যাত্রীদের যাতাে অন্ততপক্ষে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, একটি বা দুটি কলকাতার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত বাস এদিন অতিরিক্ত চালানো হবে।

দুই শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ঈদের নামাজ পড়ে ফেরার সময় পা পিছলে পুরুষের মৃত্যু। হল দুজন শ্রমিকের। মহাসড়কের জন্য আলিপুরদুয়ার ভেলুরডাবরিতে কাজ করতে এসেছিল বিহারের বাসিন্দা সামিম আলম ও ঝাড়খণ্ড বাসিন্দা ইরশাদ আনসারি। এই দুজন ও অন্য একজন এদিন ঈদের নামাজ পড়ে ফেরার সময় ভেলুরডাবরি এলাকায় পুপুরে পড়ে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা এদের উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে

নিয়ে আসে এবং চিকিৎসকরা সামিম ও ইরশাদ এই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

Office of the Prodan Dwarhatta Gram Panchayat Dalapatri: Haripal: Hooghly Tender Reference no:- (1)WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-164/2024-25, (2)WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-165/2024-25 For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for 05(Five) Nos. Different works. Document download/sell starting(online) from 15.06.2024 up to 24.06.2024 at 14.00 Hrs. Last date of submission of Bid(online) 24.06.2024 14.00 Hrs. Bid Opening date for Technical Proposals(Online): 25.06.2024 at 11.00 Hours. For details visit website https://wbtdenders.gov.in Sd/- Prodan Dwarhatta Gram Panchayat	Office of the Prodan Dwarhatta Gram Panchayat Dalapatri: Haripal: Hooghly Tender Reference no:- (1)WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-164/2024-25, (2)WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-165/2024-25 For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for 05(Five) Nos. Different works. Document download/sell starting(online) from 15.06.2024 up to 24.06.2024 at 14.00 Hrs. Last date of submission of Bid(online) 24.06.2024 14.00 Hrs. Bid Opening date for Technical Proposals(Online): 25.06.2024 at 11.00 Hours. For details visit website https://wbtdenders.gov.in Sd/- Prodan Dwarhatta Gram Panchayat
---	---

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - লিকুইডেশন			
নিলামের পাবলিক নোটিশ			
নিম্নাবক্ষকগণের দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-এর মালিকানাধীন নিম্নোক্তাধীন সম্পদ এবং আইটেমগুলি - লিকুইডেশনে ("জিএনএলএ"), "ই নিলামের মাধ্যমে" নিচে উল্লেখিত শর্তাবলী অধীনে বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয় কোনে ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়			
১. নিলামের তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৪, সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলামের "১৫ মিনিট" সীমিত। এপ্রটেশন গ্রাফের অর্থং ই নিলামের শেষ সময়। প্রতিধর ৫ মিনিট ছাড়া হবে যদি নিলাম রফ হওয়ার পরে ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বিত করা হয়।		
২. বিক্রয়ের জন্য সম্পদ / আইটেম	রুক এ. ১,৬৮,০০০.০০ বর্গ মিটার বর্মি (এতে কাটানো সহ) প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৯ থেকে ৫৯৮, KIADB ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুচ, গারখোড- ৫৮০১১, কর্ণাটক। রুক বিঃ হালিগাবিহীন ইকুইটি স্টোকে বিনিয়োগ (বিশদ বিবরণের জন্য অনুল্লহ করবে www.gujaratnrecoke.com) গ্রন্থসংলিষ্ট প্রসেস মেনোভোরকা দেয়ন।		
৩. সংরক্ষিত মূল্য	রুক এ. আইএনএয়ার ৪১,১৮,৯১,০০০/- (একট্রিশ কোটি তেরো লক্ষ নয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)। রুক বি. আইএনএয়ার ১১,২৭,০৮৮/- (এক কোটি বারানব্বই লক্ষ দ্বিঘাতর হাজার আটত্রিশ টাকা মাত্র)		
৪. বায়না অর্থ জমা	রুক এ. আইএনএয়ার ৪,০০,০০,০০০/- (চার কোটি টাকা মাত্র)। রুক বি. আইএনএয়ার ১৯,০০,০০০/- (ন্বায়ে দশ কোটি টাকা মাত্র)		
৫. নিলামে অংশগ্রহণ	সমস্ত আত্মই ক্রেতারদের অবশ্যই www.gujaratnrecoke.com একসেসপাইন্টে ফোর্ট সেরা প্রাথমিক এবং প্রত্যাগা নিয়ম ও শর্তাবলী বা গ্রন্থিকা ম্যারাকপিটি (মেনদটি হতে পারে) নেনে চলতে হবে।		
৬. যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার, জুলাই ০৪, ২০২৪		
৭.ওগাধা দলদাতার মেয়াদা	শনিবার, জুলাই ০৬, ২০২৪		
৮. ই-এন্ট্রি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ সন্ধ্যা ০৭.০০ বা তার আগে		
সমস্ত আত্মই দলদাতার শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে আভারসিগনমেন্ট সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। liquidator.gnc@gmail.com/ liquidator.gncdecoderesources.com এ গিয়ে			
তারিখ ৭ জুন ১৮, ২০২৪		স্বাক্ষিত লিগুইডেটর sumit_binani@hotmail.com	
হ্যান্ড কলকাতা		IBBI রেকর্ডেশন নম্বর : IBBI/PA-001/IP-N0005/2016-17/10025	



CSB Bank

Trusted Heritage Smart Future

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank,the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recovery" basis through e-auction portal <https://gold.sami.in> on 24th June 2024 at 10.30 AM the auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	No. of Acc.	Bal. Outstanding as on 14-06-2024	Weight (grams)
1	SALT LAKE CITY	SUBARNA CHAKRABARTI / RAJAT CHAKRABARTI	7323062	1	1180007.5	198.5

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal <https://gold.sami.in>

Authorised Officer

CSB Bank

WEST BENGAL | 18 June 2024

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

বিশ্বকাপের সুপার ‘৮’ নিশ্চিত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষের পথে। ১৯ জুন শুরু হবে এ বারের বিশ্বকাপের সেরা ৮ দলের লড়াই। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের শুরুটা হয়েছিল ২০টা দল নিয়ে। এ বার তার থেকে সেরা ৮টি টিম বিশ্বকাপ খেতাব জয়ের জন্য লড়বে। এ এবং বি এই দুই গ্রুপে এ বার ৮টি দল ভাগাভাগি হয়েছে। এ গ্রুপের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের ম্যাচ রোমাঞ্চকর হতে চলছে। আর বি গ্রুপের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ইংল্যান্ড বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচ। এক বলকে জেমে নিল টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের পূর্ণ সূচি।

দুটি গ্রুপে মোট যে ৮টি দল বিশ্বকাপের সুপার এইটে খেলবে তারা হল- ● গ্রুপ-এঃ ১. আফগানিস্তান ২. অস্ট্রেলিয়া ৩.



বাংলাদেশ ৪. ভারত ● গ্রুপ-বিঃ ১. ইংল্যান্ড ২. দক্ষিণ আফ্রিকা ৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪. ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
চলতি টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার ৮ এর পূর্ণ সূচি- ● ১৯

জুন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, রাত ৮ (স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম) ● ২০ জুন-আফগানিস্তান বনাম ভারত, রাত ৮ (কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাইন)

● ২১ জুন-অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ, সকাল ৬ (ডারেন সানি ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম) ● ২০ জুন-আফগানিস্তান বনাম ভারত, রাত ৮ (কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাইন) ● ২১ জুন-অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ, সকাল ৬ (ডারেন সানি ন্যাশনাল

ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম) ● ২১ জুন-ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, রাত ৮, (ডারেন সানি ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম) ● ২২ জুন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সকাল ৬ সকাল (কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাইন) ● ২২ জুন-ভারত বনাম বাংলাদেশ, রাত ৮ (স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম) ● ২৩ জুন-আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া, সকাল ৬ (আর্নস ডাল গ্রাউন্ড) ● ২৩ জুন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইংল্যান্ড, রাত ৮ (কেনসিংটন ওভাল) ● ২৪ জুন-ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, সকাল ৬ (স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম) ● ২৪ জুন-অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত, রাত ৮ (ডারেন সানি ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম) ● ২৫ জুন-আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ, সকাল ৬ (আর্নস ডাল গ্রাউন্ড)।

ভয়ে দেশে ফিরতে চাইছেন না! বিশ্বকাপ বিপর্যয় ভুলে লন্ডনে ছুটি কাটাতে চললেন বাবররা



নিউ ইয়র্ক, ১৭ জুনঃ ভয়ে কি দেশে ফিরতে চাইছেন না? প্রচার মাধ্যম এখন ছিড়ে থাকছে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের। গ্রুপ লিগে হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় হয়েছে বাবর আজমদের। গত বারের রানার্স টিম এ বার যে সুপার এইটেই পৌঁছতে পারবে না, কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। পাকিস্তানের পক্ষে সবই সম্ভব। এমন বিপর্যয়ের পর ওয়াশার ওপার থেকে শিকার দিচ্ছেন কেউ কেউ। আবার কেউ বলছেন, আমেরিকা থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরানো উচিত পাক ক্রিকেটারদের। পরিস্থিতি যখন এমন জটিল, বাবররা বাছলেন কিনা এই রাস্তা! প্রচারমাধ্যমের ভয়েই যদি এমন সিদ্ধান্ত নেন তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতো নির্বোধ খুব কমই আছে। আগস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু-টেস্টের সিরিজ। তারপর ইংল্যান্ড যাবে পাক সফরে। বাবর আজমদের হাতে এখন লম্বা সময়। আর এই সময় কাজে লাগাতে কিনা লন্ডন ছুটছেন বাবর সহ আরও পাঁচ ক্রিকেটার। কেন? লন্ডনেই ছুটি কাটাতে চললেন তাঁরা। এই খবর যদি সত্যি হয়, তা হলে বাবরদের কপালে আরও দুঃখ রয়েছে। জাতীয় টিম বিপর্যয়ের মুখে পড়লে ক্রিকেটাররা সাধারণত মুখে কুলুপ আটেন অথবা বন্ধ দরজার ওপারেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। বাবরদের সে দিক থেকে সাহসীই বলতে হবে। একই সঙ্গে বলতে হবে নির্লজ্জও। আমেরিকার কাছে হার, ভারতের বিরুদ্ধে লজ্জার পরাজয়, আয়াল্যান্ড উপকণ্ঠে বেগ পেতে হয়েছে পাকিস্তানকে। সেই টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লন্ডনে ছুটি কাটানোর কথা ভাবলেন কী করে, প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিকই। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বিপর্যয়ের যাবতীয় দায় টিমের সিনিয়রদের উপর চাপানো হয়েছে। বাবরের ক্যাপ্টেন্সি কেড়ে নেওয়ারও দাবি তুলেছেন প্রাক্তনরা। শুধু তাই নয়, বোর্ডের শাস্তির মুখেও পড়তে পারেন একাধিক ক্রিকেটার। কাটা হতে পারে মাইনেও। পরিস্থিতি যখন এতটাই বিকল্পে তখন ছুটি কাটানোর কথা মাথায় এলই বা কেন? বাবর একা নন, মহম্মদ আমির, ইমাদ ওয়াসিম, হ্যারিস রউফ, আজম খান ও শাদাব খানের মতো ক্রিকেটাররা ছুটি কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিলেতে। শুধু যে ছুটি কাটাবেন তাই নয়, ইংল্যান্ডের স্থানীয় ক্রিকেটেও নাকি খেলবেন তাঁরা। সারা বিশ্ব পাকিস্তান টিমের ক্রিকেট শো দেখে তৃপ্তিত। তারপরেও যে বাইশগজ থেকে বিরতি নিচ্ছেন না বাবর-ইমাদরা, বেশ অবাক করার বিষয়। এবং ঘুরে ফিরে আসছে পাক ক্রিকেটের সেই প্রাচীন প্রবাদ, ১৬ জনের টিম আসলে ১৬ খণ্ডে টুকরো। এমন পাকিস্তানকে জোড়া লাগাতে পেরেছিলেন একমাত্র ইমরান খান। বাকি সব এলেন আর গেলেন। বাবরও সেই আয়ারাম গায়ারাম তালিকাতেই সযত্নে নিজের নাম লিখছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পৌঁছেই ক্যারিবিয় মেজাজে রিঙ্কু, বিরাটরা



বার্ভাডোজ, ১৭ জুনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। রোহিত শর্মাদের প্রথম ম্যাচ ২০ জুন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। রশিদ খানের দলকে সমীহ করলেও আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমুদ্র সৈকতে ধরা পড়ল বিরাট কোহলি, রিঙ্কু সিংহদের ফুরফুরে মেজাজের ছবি। বৃষ্টির জন্য ক্রোয়ডায় কন্যাডার বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ ভেঙে যায়। সেখান থেকে বার্বাডোজে চলে এসেছেন রোহিত-কোহলিরা। সেখানে সমুদ্র

সৈকতে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। ক্রিকেট ছেড়ে অন্য খেলায় মেতেছেন তাঁরা। সৈকতের রূপালি বালি মেখে ভলল খেলা। সমুদ্রের ধারেই ভারতীয় দলের হোটেল। তার সামনে রয়েছে সুন্দর সৈকত। সেখানেই ভলিবল নিয়ে আদুর গায়ে নেন পড়লেন কোহলি, রিঙ্কু, আরশদীপ সিংহেরা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিচ ভলিবল খেলার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত

অপরাজিত ভারত। জয় এসেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। স্বভাবতই হালকা মেজাজে বিশ্বকাপ উপভোগ করছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সুপার এইট পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ ব্রিজটাইনে ২০ জুন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সময় রাত ৮টায় শুরু হবে খেলা। রোহিত শর্মাদের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। সেই ম্যাচ নর্থ সাউথে ২২ জুন রাত ৮টায়। তৃতীয় ম্যাচ ২৪ জুন গ্রস আইলন্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচও শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ৮টায়।

প্রথম দিনের অনুশীলনেই হুঙ্কার ইস্টবেঙ্গল কোচের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ পাঁচ গোল খেলে আমাদের দশ গোল দিতে হবে। প্রথম দিনের অনুশীলনেই ফুটবলারদের সাক্ষাৎ কোচ বিনো জর্জের। অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ফুটবলই এই দলের প্রধান হাতিয়ার। গত মরসুমে নাজম কেডেছে বিনো জর্জের

অনুশীলন শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। ফুটবলারদের মাঝে বিশ্রাম দেন কোচ বিনো জর্জ। প্রথম দিনের অনুশীলনে গরহাজির বিশ্ব, সায়েন, অমন, রোশনরা। ইদের জন্য ছুটিতে আছেন অমন সিকেরা। সায়েন বন্দোপাধ্যায়কেও ছুটি দিয়েছেন কোচ বিনো জর্জ। গত আইএসএলে দুরন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ পাঁচ গোল খেলে আমাদের দশ গোল দিতে হবে। প্রথম দিনের অনুশীলনেই ফুটবলারদের সাক্ষাৎ কোচ বিনো জর্জের। অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ফুটবলই এই দলের প্রধান হাতিয়ার। গত মরসুমে নাজম কেডেছে বিনো জর্জের



ইস্টবেঙ্গল। জাতীয় পর্যায়ে লাল-হলুদের যুব দলের ফুটবলাররা দারুণ পারফর্ম করেছেন। গত বার কলকাতা লিগ অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়। এবার ঘরোয়া লিগ জিতে আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া বিনো জর্জ। সোমবার থেকে কলকাতা লিগের অনুশীলনে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। ১১ তারিখ থেকে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান। গত সপ্তাহে অনুশীলন শুরু করে মহম্মেদান স্পোর্টিংও। লিগের জন্য বাকি দলগুলোও অনুশীলনে নেমে পড়েছে। হাতে আর বেশি সময় নেই। ২৫ তারিখ লিগের বল গড়াবে। ২৮ তারিখ মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ১০ দিন আগে মাঠে নেমে পড়ল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ডেভলপমেন্ট লিগ এবং জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য যুব দলের টুর্নামেন্টের জন্য সেরিতে

পারফর্ম করায় বিশ্বকে কলকাতা লিগে খেলানো হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। কারণ একই সঙ্গে চলবে ডুরান্ড কাপ। এছাড়া আগস্টে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র প্রিলিমিনারি রাউন্ডেও খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। মনোতোষ চাকলাদার, বিজয় মুর্মু, চাকু মান্ডি, সুব্রত মুর্মুরা ছিলেন প্রথম দিনের অনুশীলনে। এছাড়া বেশ কয়েকজন ফুটবলার ট্রায়ালে যোগ দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের যুব দল এখন বেশ শক্তিশালী। রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ গত মরসুম থেকেই দলকে গড়ে তুলেছেন। অনুশীলন শেষে বলে দিলেন, ‘আক্রমণাত্মক ফুটবলই আমাদের হাতিয়ার। লিগে কঠিন গ্রুপে পড়লেও, ছেলেদের উপর আত্মবিশ্বাস আছে। ৫ গোল খেলে আমাদের ১০ গোল দেওয়ার ক্ষমতা রাখতে হবে।’

ওপেনিং করাতে গিয়ে ব্যর্থ বিরাট, সুপার হিট পহু!

বার্বাডোজ, ১৭ জুনঃ আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দেই রয়েছেন খ্যাত পহু। নিউ ইয়র্কের উইকেটে বড় রান ব্যাটাররা পাচ্ছেন না। পহুও পাননি। কিন্তু যে রান তিনি প্রত্যেক ম্যাচে করেছেন এবং যে পরিস্থিতিতে করেছেন তাতে সকলেই তাঁকে কুনিশ জানাচ্ছেন। তিন ম্যাচেই পাওয়ার প্লের শুরু কর দিকেই নামতে হয়েছে তাঁকে। কারণ বিরাট কোহলি বারবার ওপেনার হিসেবে নেরে কম রানে সাফল্যের ফিরেছেন। ফলে অনেকটা ওপেনারের মতোই নতুন বল সামলাতে হয়েছে পহুকেও। আর সেই কাজে তিনি সফল। এবার খ্যাত পহুকে কেন রাখল ড্রাবিড়-রোহিত শর্মারা ফাস্ট ডাউনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই নিয়েই বড় বার্তা ছিলে। ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। গ্রুপ স্টেজে তাঁদের অভিযান শেষের পর ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বলছেন, ‘ওপেনিংয়ে বিরাট কোহলিকে পাঠানোর সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল তাঁর আইপিএলে ধারাবাহিকতা দেখে। আর খ্যাত পহুকে নতুন পজিশনে খেলানো হয়, লেক্ট আর্ম স্পিনারদের সামলানোর জন্য। কারণ নিউ ইয়র্ক বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্পিনাররা সচরাচর সুবিধা পেয়ে থাকেন।’ গ্রুপ স্টেজে অল উইন রেকর্ড করে রেখে সুপার ৮-এ গেছে ভারত।

বিশ্বকাপে হঠাৎ বিপাকে সৌরভ নেত্রভালকর

অফিসে চাই বাড়তি ছুটি, লিখলেন মেইল



নিউ ইয়র্ক, ১৭ জুনঃ অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বকাপের সুপার এইটের টিকিট পেয়েছে আমেরিকা। মার্কিন শিবিরে যে কারণে খুশির হাওয়া বইছে। ১৯ জুন টি- ২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে আমেরিকার ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার ক্রিকেটার সৌরভ নেত্রভালকর বেশ চাপে পড়েছেন। আসলে বিশ্বকাপে সৌরভ নেত্রভালকর খেলতে এসেছেন ল্যাপটপ বগলদ্বারা করে। তিনি ওরকেল কোম্পানিতে একজন এআই ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেন। এমনও হয়েছে, যেদিন ম্যাচ খেলেছে আমেরিকা সেদিন টিম হোটেলের ফেরার পর অফিসের কাজও করেছেন সৌরভ। এ বার আমেরিকা সুপার এইটে উঠতেই বাড়তি ছুটি চেয়ে অফিসে ইমেইল পাঠিয়েছেন সৌরভ। ওরকেল কোম্পানি তাঁদের তারকার পাশে রয়েছে। এর আগে বিশ্বকাপে সৌরভের ভালো পারফরম্যান্স দেখে তার কোম্পানি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সৌরভ নেত্রভালকর ২২ গজে যেমন দাপুটে পারফরম্যান্স দেখান, তেমনই অফিসের কাজেও ফাঁকি দেন না। যার ফলে দল সুপার এইটের লড়াইয়ে উঠতেই অফিসের কাছে বাড়তি ছুটি চেয়ে মেইল করেছেন। মুম্বইয়ে জন্ম হওয়া বা-হাতি বোলার সৌরভ নেত্রভালকর এক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমরা সুপার এইটের যোগ্যতা অর্জন করার পর অফিসে জানিয়েছি আমার আরও কিছুদিন ছুটি লাগবে। এখন আমার অফিসের সকলে ম্যাচগুলো দেখছে। ওরা খুব সমর্থনও করে। আমি আমার ক্রিকেট সূচি জানতাম, সেই অনুযায়ী আমার ম্যানেজারকে জানিয়েছিলাম।’

বেলিংহামের গোলে জয়ে শুরু ইংল্যান্ডের

জেলসেনক্রিচেন, ১৭ জুনঃ ইংল্যান্ড ফুটবল লিগের বেলায় কথাটা বেশ খাটে। প্রতিটা বড় টুর্নামেন্টের আগে ইংল্যান্ডকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়, কাগজে কলমে ওদের খুব শক্তিশালী দলও মনে হয়। কিন্তু মাঠের খেলায় শেষ পর্যন্ত সেই শক্তি প্রতিফলিত হয় খুব কমই। এবারের ইউরোতে ইংল্যান্ড কি ব্যতিক্রম কিছু করতে পারবে? সার্বিয়ার



আজ ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচটা দেখে থাকলেই ইংলিশ সমর্থকেরা মনে হয় না খুব বেশি উচ্ছসিত হবেন। হ্যাঁ, ম্যাচটা ইংল্যান্ড জিতেছে জুড বেলিংহামের একমাত্র গোলে, তবে তারকায় ঠাসা এই ইংল্যান্ড দলের কাছে যে পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত ছিল, সেটার দেখা মেলেনি। অবশ্য জয় মানেই ৩ পয়েন্ট, আপাতত সেটাই বড় সন্তু হওয়ার কথা ইংল্যান্ডের জন্য। ক্লাব ফুটবলে শেষ হওয়া মরসুমে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের বেলিংহাম ও ম্যানচেস্টার সিটির ফিল ফোডেন। যদিও দুই ইংলিশ ফুটবলার সেই ফর্মটাকে জাতীয় দলের আঙ্গিতে ঠিক টেনে ফেলতে পারলেন না আজ। বেলিংহাম একটা দারুণ গোল করেছেন ঠিকই। ১৬ মিনিটে বুকায়ো সাকার ক্রসে ছেঁদ করে এগিয়ে দেন ইংল্যান্ডকে। তবে এর বাইরে বেলিংহাম খুব যে আত্মহার্যি খেলেছেন এমন নয়।

ফোডেনকেও ঠিক চেনা ফোডেনের মতো মনে হয়নি। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দারুণ মরসুম কাটানো হারি কেইন অবশ্য দ্বিতীয়ার্থে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন সার্বিয়ার গোলরক্ষক প্রভেগ রাজকোভিচ। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড সার্বিয়ার হেতশ করেন ডুসান ভ্লাহোভিচের বিপক্ষে দারুণ এক সেভ করে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয়ার্থে সার্বিয়াই বরং তুলনামূলক ভালো খেলেছে। ম্যাচটা কতটা ম্যাডম্যাডে হয়েছে সেটা বোঝা যাবে একটা পরিসংখ্যানেই। ইংল্যান্ড (৫) ও সার্বিয়া (৬), দুই দল মিলিয়ে শট নিয়েছে মাত্র ১১টি। ১৯৮০ সালের পর থেকে ইউরোতে এর চেয়ে কম শটের ম্যাচ হয়নি আর একটাও। আজ ম্যাচটা যেখানে হয়েছে জার্মানির সেই গেলসেনক্রিচেনে ইংল্যান্ডের সর্বশেষ সফরের স্মৃতি খুব একটা ভালো ছিল না। এ ম্যাচেই ২০০৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সডেন-গোরান এরিকসনের ইংল্যান্ড পর্তুগালের কাছে হেরেছিল পেনাল্টি শাটআউটে বেলিংহাম তখন মাত্র ৬ বছরের শিশু। ১৮ বছর পর সেই একই মাঠ থেকে ইংল্যান্ড যেন আবার দুঃখের কোনো স্মৃতি নিয়ে না ফেরে সেটা কিন্তু বেলিংহামই নিশ্চিত করেছেন।

ডেনমার্ককে রুখে দিল স্লোভেনিয়া

মিউনিখ, ১৭ জুনঃ তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারটা আসলে একটা সিনেমার মতো। যে সিনেমা টুইস্ট আছে, আবার দেখতে দেখতে সারাক্ষণ একটা ভালোলাগার রেশও লেগে থাকে। ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন সেই সিনেমার নায়ক। তিন বছর আগে যে ইউরোতে খেলতে নেমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন মাঠে, সেই ইউরোতেই কী দারুণভাবেই ফিরলেন এবার। ডেনমার্কের প্রথম ম্যাচ, স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচে এরিকসেনের গোল! যে গোলে ড্যানিশরা এগোচ্ছিল কাঙ্ক্ষিত জয়ের দিকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিততে পারল না তারা, গোল শোধ করে দিল স্লোভেনিয়া, ১-১ সমতায় শেষ হলো ম্যাচ। ২০২০



ইউরোতে ডেনমার্কের প্রথম ম্যাচ ছিল সেটা। ১২ জুন ২০২১ সালে কোপেনহেগেনে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ৪২ মিনিটে গোল করে লুটিয়ে পড়েন এরিকসেন। ডেনমার্কের অধিনায়ক সিনেনো কারের, দলের চিকিৎসক এবং অন্যান্যদের চেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর চেতনা ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরে জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

চিকিৎসার পর হৃদপিণ্ড সচল রাখার জন্য বিশেষ ডিভাইস বুকে লাগিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান এরিকসেন। তখন মনে হয়েছিল তার বুঝি আর কোমলিন ফুটবল খেলারই হবে না। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে সেই এরিকসেন মাঠে ফিরেছেন, ক্লাব ফুটবলে এবং জাতীয় দলে দুই জয়গাতেই। খেলেছিলেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপেও। তবে ইউরোতে তার ফেরা অবশ্যই বিশেষ কিছু। কোপেনহেগেনে হৃদরোগে হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়ার ঠিক ১১০০ দিন পরে আবার সেই ইউরোতে ডেনমার্কের জার্সিতে আজ মাঠে নামেন এরিকসেন। স্টায়েমার্টে ‘সি’ গ্রন্থের ম্যাচে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে ডেনমার্ক এগিয়ে দিলেন ১৭ মিনিটে। প্রথমার্ধে আরো আক্রমণ করেছি

প্রকাশিত

সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • ১ জুন ২০২৪

পেটের অসুখ

- ডায়াবেটিসে বৃদ্ধি পেতে পারে হার্ট ডিজিজের প্রবণতা
- উচ্চ রক্তচাপ-ই হৃদরোগের অন্যতম কারণ
- হার্ট আটাক
- সমাধান যখন অ্যাজিওপ্ল্যাস্টি
- পার্শ্বীয়লি ন জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট
- রোবোটিক্স অক্সোলজি
- ডায়ারিয়া গরম শেষে
- গরমে বর্ষায় জলবাহিত অসুখ
- পেটের অসুখ

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন